ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 January 2022 ■ আগরতলা ৯ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২৪ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা আবহেই পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন, নির্ঘন্ট ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স) : উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন।

উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি আসনে ভোট হয়েছিল সাত দফায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মণিপুরের ৬০টি বিধানসভা আসনে দু'দফায়। পঞ্জাবের ১১৭, উত্তরাখণ্ডের ৭০ এবং গোয়ার ৪০টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছিল এক দফাতেই। পাঁচ রাজ্যের মোট ৬৯০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে। ভোট দেবেন ১৮.৩৪ কোটি মানুষ। সমস্ত ভোট প্রক্রিয়া কোভিড বিধি মেনে হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সুশীল চন্দ্র জানিয়েছেন, কোভিড পরিস্থিতিতে ভোট করাটা চ্যালেঞ্জ। কোভিড বিধি মেনে কী করে ভোট করা যায় তার প্রস্তুতি ছ'মাস ধরে চলছে।

এদিন তিনি বলেন, পাঁচ রাজ্যের মোট ৬৯০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে। ভোট দেবেন ১৮.৩৪ কোটি মানুষ। সমস্ত ভোট প্রক্রিয়া কোভিড বিধি মেনে হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সুশীল চন্দ্র জানিয়েছেন, কোভিড পরিস্থিতিতে ভোট করাটা চ্যালেঞ্জ। কোভিড বিধি মেনে কী করে ভোট করা যায় তার প্রস্তুতি ছ'মাস ধরে চলছে।

শনিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন ঘোষণা দিচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। ছবি-পিআইবি।

তিনি আরও বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ২০১৭ সালে এই পাঁচ রাজ্যে যে বুথ সংখ্যা ছিল তার চেয়ে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বুথ পিছু ভোটার সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে কমিশন বলেও তিনি জানিয়েছেন। প্রতি বুথে ভোটার সংখ্যা হবে ১২৫০। কোভিড পরিস্থিতিতে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ২০১৭ সালে এই পাঁচ রাজ্যে যে বুথ সংখ্যা ছিল তার চেয়ে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বুথ পিছু ভোটার সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে কমিশন।

দেশে কোভিডের সুনামি চলছে। এই পরিস্থিতিতে এবার পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। তাই নির্বাচনী প্রচারে একগুচ্ছ বিধি কমিশন বেঁধে দিয়েছে। এদিন উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব এবং মণিপুরের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশে প্রথম দফায় ভোট। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় দফায় ভোট। পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং গোয়ায় নির্বাচন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি।

এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, কোভিড পরিস্থিতিতে নয়া গাইডলাইন মেনে ভোট হবে এই পাঁচ রাজ্যে। তিনি জানিয়েছেন, সর্বাধিক পাঁচ জনকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করা যাবে। তবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত কোনও বাইক, সাইকেল মিছিল, মিটিং, পদযাত্রা করা যাবে না। ১৫ জানুয়ারির পর পরিস্থিতি বুঝে প্রচারের অনুমতি দেওয়া হবে। তবে কমিশন বারবার রাজনৈতিক দলগুলিকে ভার্চুয়াল প্রচারে জোর দিতে বলেছে। এমনকি তিনি এও জানিয়েছেন, প্রার্থীরা অনলাইনে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারবেন। তবে প্রত্যেক দলকে তাদের প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য দলীয় ওয়েবসাইটে দিতে হবে। কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আছে কিনা তা-ও জানাতে হবে। নির্বাচনের ফলাফল আগামী ১০ মার্চ।

উত্তরপ্রদেশে এবারের ভোট সাত দফায় ভোট সম্পন্ন হবে। প্রথম দফার ভোট ১০ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন আবার উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং গোয়াতেও ভোট হবে। ২০ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় দফায় শুধু উত্তরপ্রদেশে ভোট। ২৩ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ দফার ভোট। ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ মণিপুরে ভোট। ৭ মার্চ সপ্তম দফায় ভোট উত্তরপ্রদেশে। ১০ মার্চ পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল ঘোষণা।

শনিবার উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র জানিয়েছেন, কোভিডের তৃতীয় ঢেউ যখন মাথাচাড়া দিচ্ছে তখন নির্বাচনী প্রচারে একগুচ্ছ বিধি কমিশন বেঁধে দিয়েছে। জানিয়েছে, ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত কোনও বাইক মিছিল, মিটিং, পদযাত্রা করা যাবে না। জোর দেওয়া হয়েছে ভার্চুয়াল প্রচারে। কমিশন জানিয়েছে, প্রার্থীরা অনলাইনে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারবেন।

এক দফায় উত্তরাখণ্ডে ভোট হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র সাংবাদিক সম্মেলন করে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন। এই পাঁচটি রাজ্যে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নির্ঘন্ট অনুসারে, উত্তরাখণ্ড রাজ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি একক পর্বে ভোট হবে।

উত্তরাখণ্ড রাজ্যে ৫ জানুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে, রাজ্যে ৮১.৪৩ লক্ষ ভোটার রয়েছে। এ বছর ১.৯৮ লক্ষ নতুন মহিলা ভোটার এবং ১.০৬ লক্ষ পুরুষ ভোটার এতে যোগ দিয়েছেন। ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সী ভোটারের সংখ্যা ১.১০ লাখ, যেখানে ৮০ বছরের বেশি বয়সী ১.৪৩ লাখ ভোটার রয়েছে। দিব্যাং ভোটারের সংখ্যা ৬৬, ৬৪৮জন। উত্তরাখণ্ডে ভোটাররা ভোট দিতে এক ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় পাবেন। এখন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।

পঞ্জাবে ভোট হবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি। গণনা হবে ১০ মার্চ। নির্বাচন কমিশন শনিবার পঞ্জাব সহ গোয়া, মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। উত্তরপ্রদেশে ভোটপর্ব শুরু হচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারি। মোট সাত দফায় ভোট নেওয়া হবে। গণনা হবে ১০ মার্চ। ১৪ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাবসহ গোয়া এবং উত্তরাখণ্ডেও ভোট হবে। মণিপুরে ভোট হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ৩ মার্চ।

পঞ্জাবে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য লড়াই করবে কংগ্রেস। রাজ্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর প্রদেশ
১০, ১৪, ২০, ২৩, ২৭ ফেব্রুয়ারী এবং ৩ ও ৭ মার্চ

পঞ্জাব
১৪ ফেব্রুয়ারী

গোয়া
১৪ ফেব্রুয়ারী

উত্তরাখন্ড
১৪ ফেব্রুয়ারী

মণিপুর
২৭ ফেব্রুয়ারী ও ৩ মার্চ

বড়মুড়া ইকো পার্কে বনভোজনে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষকে ঘিরে রক্তাক্ত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৮ জানুয়ারি।। বনভোজনে গিয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলেও। বন ভোজনের একটি দল বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় অপর দলের হামলায় দুই জন রক্তাক্ত হয়েছেন। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জানা গেছে, আজ বিকেল চারটা নাগাদ বড়মুড়া ইকো পার্কে বনভোজন চলাকালীন দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। উৎশৃঙ্খল যুবকদের মেয়েদের সাথে অশালীন আচরণকে ঘিরেই ঝগড়ার সূত্রপাত বলে জানা গেছে। অভিযোগ, কল্যাণপুর থেকে একদল বন্ধু-বান্ধব বনভোজনে গেলে তাঁদের উত্যক্ত করেন কিছু বখাটে যুবক। মদ্যপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনার সংক্রমণ ক্রমশ তেজী হচ্ছে, ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ১৫৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার লাগামহীন বৃদ্ধিতে রাজ্যবাসীর কপালে বড়সড় চিন্তার ভাজ পড়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনার সংক্রমণ দেড় শতক পার করে ফেলেছে। তার থেকেও উদ্বেগের বিষয় হল আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সংক্রমণের হার ১২ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ প্রায় শতকের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, সাম্প্রতিককালের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। সারা দেশেই গত ২৪ ঘন্টায় করোনার সংক্রমনে মারাত্মক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ত্রিপুরাও তার ব্যতিক্রম হতে পারল না।

গত ২৪ ঘন্টায় এক লাফে অনেকটাই বেড়েছে করোনার সংক্রমণ। সেই সুবাদে বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের হারও। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ১৫৪ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ফলে, দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হারে বৃদ্ধির প্রবণতায় নিঃসন্দেহে চিন্তা মুক্ত থাকা যাচ্ছে না। অবশ্য সুস্থতার খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৩৯ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তবে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যাননি। তাতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৪৪ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ৫৭৭ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩৫৮৩ জনকে নিয়ে মোট ৪১৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১৯ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৩৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১৫৪ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৩.৭০ শতাংশ। গতকাল ১০৩ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৩.০৯ শতাংশ। অবশ্য, করোনার নমুনা বৃদ্ধির ফলেই সংক্রমিতের চিহ্নিত হওয়ার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বলাবাহুল্য।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৩৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৪৪ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৫৫৫৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪২১৫ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৩.৯০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৮.৫১ শতাংশ। এদিকে ০.৯৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘন্টায় কোন মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮২৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। সাথে যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৯৩ জন, উত্তর জেলায় ৮ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ৯ জন, ধলাই জেলায় ৪ জন, ঊনকোটি জেলায় ১৩ জন, খোয়াই জেলায় ১ জন এবং গোমতি জেলায় ১২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে, সারা ত্রিপুরার মধ্যে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের হার। একা পুর নিগম এলাকায় সংক্রমণের হার ১২ শতাংশ। অন্যত্র সংক্রমণ ৫ শতাংশের নীচে রয়েছে।

রাজ্যে প্রবেশে কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক করোনা মোকাবিলায় আজ মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় হটাত করোনার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। সারা দেশেও একই অবস্থা। তাই, বহি:রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশে করোনার নমুনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে ত্রিপুরা সরকার। আগামীকাল থেকে ওই আদেশ কার্যকর হবে। এদিকে, করোনা মোকাবিলায় আগমী দিনের রূপরেখা স্থির করার জন্য আগামীকাল মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে সকাল ১১টা থেকে ওই বৈঠক শুরু হবে।

আজ ত্রিপুরা সরকারের পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতর এক আদেশে জানিয়েছে, ৯ জানুয়ারি থেকে এমবিবি বিমান বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন এবং চূড়াইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশে সমস্ত যাত্রীদের করোনার নমুনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। এমনকি কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট অথবা টিকার ডাবল ডোজ সার্টিফিকেট থাকলেও করোনার নমুনা পরীক্ষা করতে হবে।

দফতরের তরফে আজ সমস্ত জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের ওই আদেশনামা পাঠানো হয়েছে। সাথে ওই আদেশ কঠোরভাবে পালনে সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের জন্য সমস্ত জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার, এমবিবি বিমান বন্দরের অধিকর্তা, সমস্ত রেলওয়ে স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং চূড়াইবাড়ি চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অবগত করা হয়েছে।

অবৈধভাবে অনুপ্রবেশে ৯ জন বাংলাদেশী পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ জানুয়ারি।। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিক পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে দক্ষিণ জেলায় বাইখোড়া থানার পুলিশ জোলাইবাড়ি এলাকা থেকে শুক্রবার রাতে ৯ জন বাংলাদেশীকে আটক করেছে। আজ তাদের আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। আদালত তাদের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

বাইখোড়া থানার কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক বলেন, গোপন সুত্রে খবরের ভিত্তিতে জোলাইবাড়িতে সন্দেহজনকভাবে ঘুরেফেরা করার সময় ৯ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে সকলেই বাংলাদেশের বাসিন্দা। কিন্তু, তাঁদের কাছে বৈধ কোন কাগজ ছিল না। তাঁদের মধ্যে ৩ জন মহিলা এবং ৬ জন পুরুষ রয়েছেন। তিনি বলেন, অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশের দায়ে তাঁদের আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদের জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশী টাকা এবং মোবাইল উদ্ধার হয়েছে।

সূত্রের খবর, বিলোনিয়া মহকুমার রতনপুর এডিসি ভিলেজের উচাইবাড়িতে বৌদ্ধ ধর্মের পুরোহিতের শেষকৃত্য নিয়ে মেলার আয়োজন হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। ওই ৯ জন বাংলাদেশী অবৈধভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে ত্রিপুরায় এসেছেন। সূত্রের দাবি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে মাক্স নিয়ে কড়াকড়ি শুরু আগরতলায় ৩৬ জনকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। করোনা মোকাবিলায় মাক্স পরিধানে কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেছে। আজ আগরতলায় প্রশাসনের তরফে সচেতনতা অভিযান চালানো হয়েছে। সাথে মাক্স না থাকার অপরাধে ৩৬ জনকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।

শনিবার সদর ডিসিএম অমিত কুমার দাসের নেতৃত্বে পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে মাক্স নিয়ে সচেতনতা অভিযান চালিয়ে ২৬ জনের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া পুরাতন মোটর স্ট্যান্ডে ১০ জনের কাছ থেকে আর্থিক জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সদরের ডিসিএম অমিত কুমার দাস জানিয়েছেন, সাম্প্রতিককালে রাজ্যেও করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশাসন মাক্স নিয়ে সচেতনতা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ☞ ৬এরপাতায়দেখুন

শনিবার আগরতলায় মাসক নিয়ে সচেতনতা অভিযান। নিজস্ব ছবি।

পানীয় জলের দাবিতে সাব্রুমে প্রমিলা বাহিনীর জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৮ জানুয়ারি।। পানীয় জলের দাবিতে সাব্রুমের যুব শক্তি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় মহিলারা। অভিযোগে জানা গেছে, টানা ১৫ দিন ধরে ওই এলাকায় পানীয় জলের সংকট চলছে। সংকট মোকাবেলায় গত কয়েকদিন ধরে একটি ট্যাংকারে করে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাও বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে জটিল সমস্যায় পড়েছেন ওই এলাকায় বসবাসকারী জনগণ।

বিষয়টি এলাকাবাসীর তরফ থেকে স্থানীয় গ্রাম প্রধান এবং বিধায়ক সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু তাতে কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে এলাকার মহিলারা শনিবার সকালে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পরিস্রুত পানীয় জলের দাবি জানান। অবরোধের খবর পেয়ে গ্রাম প্রধান ছুটে আসেন। তিনি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে নিয়মিত ট্যাংকারে করে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার আশ্বাস দেন। সেই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন মহিলারা। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা না হলে তারা আবারও জাতীয় সড়ক অবরোধসহ বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে জানিয়েছেন। এছাড়া এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন অবরোধকারীরা।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার সকলের ঘরে পানীয় জল পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে জোর কদমে কাজও চলছে। তবুও নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তাতে আন্দোলনও সমানভাবে চলছে। সম্প্রতি, রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে পানীয় জলের জন্য আন্দোলন দেখা গেছে। তবে, শীঘ্রই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে আশা করা যাচ্ছে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ ওএনজিসির অস্থায়ী কর্মচারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৮ জানুয়ারি।। ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায়ের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন ওএনজিসি-র অস্থায়ী কর্মচারীরা। শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ প্রায় ১৪০০ অস্থায়ী কর্মচারী তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ির নাকা পয়েন্ট এলাকায় অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের অভিযোগ বড়মুড়া স্থিত ওএনজিসি-র জনৈক আধিকারিক বিষ্ণু আরোরার কাছে বেতন মিটিয়ে দেওয়ার দাবি বারবার জানানো সত্বেও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, বড়মুড়াতে ওএনজিসির প্ল্যান্টে প্রচুর অস্থায়ী কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। কিন্তু, কোন এক অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। ফলে, সংসার চালাতে তাঁরা হিমশিম খাচ্ছেন। তাই, আজ সকাল ১১টা নাগাদ তাঁরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি বিদ্যেশ্বর সিং বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নিয়ে অবরোধলে ছুটে যান। খবর দেওয়া হয় ওএনজিসি-র আধিকারিক বিষ্ণু অরোরাকেও। তিনি অবরোধস্থলেই আসতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অস্থায়ী কর্মচারীরা তাঁকে দেখে আরও রেগে উঠেন।

তবে, পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনা শেষে স্থির হয়েছে সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের পাওনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৯৪ ▫ ৯ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ২৪ পৌষ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আগরতলা জিরিবাম জন শতাব্দি এক্সপ্রেস উন্নয়নের মাইলফলক

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৭৫ বছর আগে। কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতার সুখ এখনো সঠিক ভাবে ভোগ করিতে পারিতেছে না।ইহার অন্যতম কারণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়া অনেকটাই পিছাইয়া রহিয়াছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিংহভাগ অঞ্চল পার্বত্য ঘেরা।প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল মহিমান্বিত হইলেও এই অঞ্চলের প্রতি পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের সঠিক নজর পড়ে নাই।বঞ্চনা আর অবহেলা ছিল এই অঞ্চলের মানুষের অলংকার। যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নত হওয়ার কারণে এই অঞ্চলের সঠিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় নাই। উন্নয়নের অন্যতম সোপান হইল যোগাযোগ ব্যবস্থা।যে রাজ্য যে দেশ যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে উন্নত সেই রাজ্য ও সে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইতে বাধ্য।উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণ প্রত্যাশা করিয়াছিলেনএই অঞ্চল দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সামনের সারিতে অগ্রসর হইবে।কিন্তু বাধ সাধিয়াছে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।পার্বত্য ঘেরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে।যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুলতার কারণে এইসব প্রাকৃতিক সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর যাইতেছে না।স্বাভাবিক কারণেই এসব অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব হইতেছে না। পার্বত্য ঘেরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরউন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করিতে হইবে।আকাশপথ, সড়কপথ রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিবিড় না হইলে এই অঞ্চলকে উন্নয়নের সঠিক নিশানায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হইবে না। বিলম্বে হলেও সরকার এই অঞ্চলের দিকে নজর দিয়াছে। বিশেষ করিয়া জাতীয় সড়ক সংস্কার আকাশপথে যোগাযোগব্যবস্থা বাড়ানো এবং রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিবিড় করিবার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।কেন্দ্রীয় সরকারের এই মানসিকতা ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়নের সঠিক নিশানায় নিয়া যাইতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ।বাংলাদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে জলপথে রেলপথে এবং সড়কপথে যোগাযোগব্যবস্থা সুনিপুণভাবে স্থাপন করিতে পারিলে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল আরো বেশি উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সেই নিশানাকে সামনে রাখিয়া সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে।যাহার সুফল ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণ ইতিমধ্যেই পাইতে শুরু করিয়াছেন। শুধু সড়ক রেল ও বিমান যোগাযোগ স্থাপন করিলেই উন্নয়ন সম্ভব হইবে না।আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। সরকার সেক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মধ্য দিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো শনিবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে তাহা ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল কে আরো কাছে আনিয়া উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন। শনিবার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আগরতলা জিরিবাম জনশতাব্দী এক্সপ্রেস এবং জিরিবাম-আগরতলা জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করিয়াছেন ।এ উপলক্ষে আগরতলা রেল স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ সৌদি আরব করিবার লক্ষ্যেই জন শতাব্দী এক্সপ্রেসের সূচনা। জনশতাবদি এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে ত্রিপুরা মণিপুরের সাথে পুনঃসংযুক্ত হইয়াছে, যাহা আরও ধীরে ধীরে ইম্ফল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইবে।আগরতলা জিরিবাম জনশতাবদি এক্সপ্রেস এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে রেল যোগাযোগ উন্নত করিবার জন্য একটি সমীক্ষা চলিতেছে।উত্তর-পূর্ব, এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হইতেছে।এই অঞ্চলে টেকসই এবং শক্তিশালী রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যেই বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে এবং আরও অনেক কিছু আসিতেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে উত্তর-পূর্বের সৌন্দর্য তুলিয়া ধরিবার জন্য কৌশলগত রেললাইন স্থাপনের জন্য অধ্যয়ন চালানো হইতেছে এবং আরও বেশি যাত্রী, আন্তঃনগর চালু করা হইতেছে। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলির মধ্যে ট্রেনের মতো শতাব্দী এক্সপ্রেস এবং আরও যোগ করিয়াছে যে উত্তর-পূর্বের সমস্ত রাজধানী ইতিমধ্যেই সংযুক্ত হইয়াছে।সাধারণভাবে উত্তর-পূর্ব রাজ্য এবং বিশেষ করিয়া ত্রিপুরার সর্বাত্মক উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সাধুবাদ জানাইতে হইবে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসকে জাতীয় রাজধানী, হামসফরের সাথে আগরতলার সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। বেঙ্গালুরু, কলকাতা, গুয়াহাটি, দেওঘর এবং হাবিবগঞ্জের সাথে আরও কয়েকটি সরাসরি ট্রেন সংযোগ করা হইয়াছে।

'শুধু ত্রিপুরা নয়, সমস্ত উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিও রেল যোগাযোগ পাইয়াছে, যাহা গত ৭৫ বছর ধরিয়া এই অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি স্বপ্ন ছিল।

আগরতলার সঙ্গে মনিপুরের জিরিবামের রেলপথে সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।এই সংযোগ স্থাপনের ফলে ত্রিপুরার সঙ্গে মনিপুরের সম্পর্ক আরো নিবিড় হইয়াছে। উভয়ের রাজ্যের জনগণ দ্রুত যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক বলা যাইতে পারে।ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির বাসিন্দাদের প্রত্যাশা রেল পথ সম্প্রসারিত করিয়া এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করা হোক।রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা যত দেখি ততই এই অঞ্চলের উৎপাদিত সামগ্রী দেশের অন্যান্য রাজ্যে এবং বিদেশের বাজারে রপ্তানি করিবার সুযোগ বাড়িবে। শুধু তাই নয়,এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা করিয়া তুলিবার সুযোগ মিলিবে ইহার ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িবে। ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সদর্থক ভূমিকার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন।আগরতলা জিরিবাম জনশতাবদি এক্সপ্রেস এলাকাসমূহের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ পূরণ করুক সেটাই প্রত্যাশা।

১৯ জানুয়ারি ১৬ দফা দাবিতে ধর্মঘটের ডাক মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : ১৯ জানুয়ারি ১৬ দফা দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দিলেন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভরা। অনলাইনে ওষুধ কিনলে আশাতীত ছাড়। কেন একই ছাড়ে ওষুধ মিলছে না দোকান থেকে? এই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। কোভিড আবহে মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের এই ধর্মঘটের ডাকে সরবরাহে একটু বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। দেশজুড়ে মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। বাংলায় তা ৫০ হাজার।ফেডারেশন অফ মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ অফ ইন্ডিয়া বা এফএমআরএআই এর অধীনে থাকা এই মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভরা কাজ করবেন না আগামী ১৯ তারিখ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তারা ১৬ দফা দাবি পেশ করেছেন। এই দাবিগুলি না মানা হলে আগামীদিনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর করার হুমকি দিয়েছেন ওষুধ কোম্পানি আর চিকিৎসকের কর্মীরা। এফএমআরএআই-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক অর্ণব নাগ জানিয়েছেন, অবিলম্বে ওষুধ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত জিনিসপত্রর উপর থেকে জিএসটির বোঝা কমাতে হবে। কোভিডের আবহের প্রথম দিন থেকেই ক্ষুব্ধ মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভরা। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসক নার্সদের মতো প্রথম সারির স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে গণ্য করা হয়নি তাঁদের। ফলে দ্রুত মেলেনি টিকাও। অনেক রিপ্রেজেনটেটিভ মারা গিয়েছেন কোভিডের দুই ঢেউয়ে। অর্ণব নাগ জানিয়েছেন, উপযুক্ত বেতন, কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার মতো সাধারণ দাবি নিয়ে লড়াই করছেন মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভরা।

মহাবিশ্বের স্বরূপ সন্ধানে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ

অনুভব বেরা

গত ২৫ ডিসেম্বর বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরও একটি "রেড লেটার ডে"। ওইদিন গ্রিনিচের সময় বেলা ১২.২০ তে ফ্রেঞ্চ গায়নার কাউরু মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এরিয়ান-৫ রকেট মহাকাশে উড়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল মহাবিশ্বের মহা বিস্ময় জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ James Sebb space elescope, JWST। বিজ্ঞানীদের অভিমত মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন আধুনিক ও জটিল অভিযান আগে কখনো হয়নি যা হল গত খ্রীস্টমাস ডে'তে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে মানুষ কৌতুহল চিরন্তন। সেই কবে চারশো বছর আগে গ্যালিলিও দূরবীন তাক করে বহির্বিশ্বের সন্ধানে মানুষকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। তারপর কেটে গেছে অনেকটা পথ। মানুষ মহাকাশে গেছে, টাদে

পা রেখেছে, মঙ্গল সহ বিভিন্ন গ্রাহে অভিযান চালিয়ে মহাবিশ্বের গ্রহ নক্ষত্র নীরারিকা বা গ্যালাক্সির যাবতীয় খুটিনাটি তথ্য জানাতে চেষ্টা করেছে। জানতে চাইছে মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময় ও তার পরবর্তী বিবর্তনের ধারা। যার কতক উত্তর পেয়েছে। তবে বেশিরভাগ রহস্যই মহাকালের গর্ভে এখনো লুকিয়ে আছে। এই সকল রহস্য উদঘাটনে তৈরি হয়েছে মহাকাশ চর্চা নিয়ে সবচেয়ে বড় সায়েন্স প্রোজেক্ট জেডরিউএসটি। প্রকৃত পক্ষে নাসা এই প্রজেক্ট শুরু করে ১৯৯৬ সালে। শুরুতে খরচ ধরা হয় ১০-২০ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু দিন যত বেড়েছে খরচের বহর তেমনি বাড়তে থাকায় এই প্রোজেক্ট বন্ধ হওয়ার জোগাড়। এই সময় প্রকল্পের সাথ যুক্ত হয় ইউরোপিয়ান স্পেশ এজেন্সি, কানাজিয়ান স্পেশ এজেন্সি মতো সস্থা। নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলে কাজ। ২৫ বছর ধরে চলার পর অবশেচ উৎক্ষেপরে উপযোগী হয় জেডরলিউএসটি। খরচ বেড়ে দাঁড়ায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ভলার। এত খরচ অন্য কোনো প্রকল্পে আজ পর্যন্ত হয়েছে কিনা জানা নেই। টেলিক্কোপটির নাম রাখা হয়েছে জেমস ওয়েব এর নামে। ঘিনি ছিলেন নাসার স্বর্ণযুগের প্রধান। তার প্রোগ্রামত্ত যার পরিণতিতে মানুষের চীদে পা। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রধান জন ক্রমওয়েল ম্যাথার জানিয়েছেন হাবল টেলিক্ষোপের চেয়েও ১০০

গুণ শক্তিশালী এই টেলিক্ষোপটি চন্দ্ঠে থাকা কেটি মৌমাছিও শনাক্ত করতে পারবে। প্রসঙ্গত মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ১৯৯১ সালে হাবল টেলিস্কোপ বসে। ভূপৃষ্ঠ রিনা কিলোমিটার ওপরে ৮ কিলোমিটার সেকেভ গতিতে ঘুরতে থাকা ১২ টন ওজনের হাবল টেলিস্কোপ তিন দশক ধরে জ্যোতির্বিদদের চোখের ভূমিকা পালন করে আসছে। মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে আজ আমরা যা যা জানতে পেরেছি তা অধিকাংশই হাবল টেলিস্কোপে সুব। এই যন্ত্র মাধ্যমে মহাবিশ্বের শুরু ও এর বয়স (১৩.৮ বিলিয়ন বছর) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, প্রমাণিত হয়েছে মহাবিশ্বের প্রসারণ তত্ব। ব্যাক হোল সম্পর্কে জানা এমনকি এর ছবি তোলাও সম্ভব হয়েছে হাবল টেলিক্ষোপের সাহায। পাঁচ পাঁচ বার সারাই করে এর যান্ত্রিক ক্ষমতা বানানো সম্ভব হলেও ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণাকে উন্নত ও সুনিশ্চিত করতে বিজ্ঞানীরা জেডব্লিউএসটি প্রোজেস্ট গ্রহণ করেছেন। এই জেডব্লিউএসটি স্থাপিত হবে পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূলে ল্যাগ্রেঞ্জ পয়েন্টে (এমন একটি স্থান যেখানে পৃথিবীর ও সূর্যের আকর্ষণ ক্ষমতা একটি ভারসাম্য অবস্থায় রয়েছে। এখানে সহজেই কোনো বস্তু ভেসে থাকতে পারে।) পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপনের পর ওই স্থানে পৌছাতে সময় লাগবে ২৯ দিন। অনুমান করা হচ্ছে এটি কাজ করবে এখ দশক ধরে। এবার টেলিস্কোপটির গঠনগত বৈশিষ্ট্যের আসা যাক টেলিস্কোপটিতে রয়েছে সাড়ে ছয় মিটার ব্যাসের আয়না। তবে একটা নয় ১৮টি সুষণ যড়ভূজাকৃতি আয়না জুড়ে তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো ভাঁজ করা অবস্থায় এরিয়ান রকেট বয়ে নিয়ে চলেছে। ব্রহ্মান্ড ফুলে ফেঁপে বাড়ছে। ফলে যে আলো নীল তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে তা এখন হয়েছে লালের উপর ইনফ্রায়েড। এই আলো শনাক্ত করতে এই টেলিক্কোপ। ইনফ্রারেড আলো মানে সামান্য তাপ। ওই সামান্য তা শনাক্ত করতে টেলিস্কোপকে রাখা হবে ২২৩ (মোইনাস ২২৩) ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এর জন্য টেলিস্কোপের যে দিক থাকবে সূর্য, পৃথিবী বা চাদ সেদিকটা ঢাকা থাকবে পর পর পাঁচটি পর্দা। এক একটি পর্দার আয়তন একটি টেনিসকোর্টের সমান। টেলিস্কোপটির ৫০টির মতো যন্ত্রাংশ মহাকাশে ল্যাগে পয়েন্টে গিয়েধীরে ধীরে ফলের পাপড়ির মতো খুলবে। প্রাউন্ত স্টেশন পৃথিবী থেকে ১৭৮টি জটিল মেকানিকাল পদ্ধতি গোটা ব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। একটি ফুল পদক্ষেপে পন্ড হয়ে যেতে পারে গোটা প্রকল্প। যন্ত্রটিরস্থাপন পরবর্তী ৫-৬ মাস পর্যন্ত প্রতিটি যন্ত্রাংশের ক্যালিব্রেশন চলবে। তারপর সম্পূর্ণ যন্ত্রটি পরিপূর্ণভাবে কাজের জন্য প্রস্তুত হবে। এটি পৃথিবতে থাকা বিজ্ঞানীদের সাথে হাই গ্রিকিউয়েন্সি রেডিও ট্রামিটারের সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে। কি কি বিশেষ যন্ত্র আছে এই টেলিস্কোপে? বিজ্ঞান গবেষণার নজ্য এই টেলিস্কোপে রয়েছে মূলত ছয়টি যন্ত্র ১) নিয়ার ইনফ্রায়েড ক্যামেরা (নিরাক্যাম) (২) নিয়ার ইনফ্রায়েড স্পেকট্রোগ্রাফ (নিরপেক্ষ), ৩) মিড ইনফ্রারেডইনস্টুমেন্ট (নিরি), (৪) নিয়ার ইনফ্রারেড ইমেজার (নিনফি), ৫) প্লিটলেস স্পেকট্রোগ্রাফ (নিরিস), ডে) ফাইন গাইডে সেনসার (এফজিএস)। বিজ্ঞানীরা জেডব্লিউএসটি'কে এক প্রকার টাইম মেশিন ভাবছেন। তাদের মতে এটি মহাকাশের দূর অতীত দেখতে সক্ষম হবে। যেসব নক্ষত্রও গ্যালাক্সি বিলিয়ন বছর আগে তৈরি হয়েছিল যার আলো

পৃথিবী এখনো পৌছায়নি সেগুলো জেমস ওয়েবের টেলিক্ষোপে থাকা প্রযুক্তির মধ্যমে ধরা পড়বে। ইনফ্রারেডরে শনাক্ত করার ক্ষমতা থাকায় এটি গ্যাস, ধুলিকণা, ঘন মেঘ ইত্যাদির আড়ালে থাকা মহাকাশীয় বস্তুকে শনাক্ত করতে শক্ষম হবে।এই মেগা অভিযানের বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে। (১) বিগ ব্যাং এর পরে প্রারভিকমহাবিশ্বের গ্যালাক্সি গঠন প্রত্রিলা, মহাবিশ্বের প্রথম আলো কিভাবে এসেছিল? (২) গ্যালাক্সির বিবর্তন কিভাবে এবং কত সময় ধরে হয়েছিল? (৩) তারকামণ্ডডলীর গঠন প্রণালী সম্পর্কে ধারণা (৪) জীবনে উৎপত্তি খোজ করা। এছাড়া মানুষের মনের সবচেয়েকৌতুহলী প্রশ্ন আমরা কি এই ব্রন্দান্ড একা? না কাছে কোনো বহির্বিশ্বের জীব? জেমস ওয়াটের টেলিক্ষোপের মাধ্যমে পৃথিবীবাসী সন্ধান পেয়ে যেতে পারে চিরায়ত কল্পনার সেই এলিয়েনদের আপাতত আমাদের অধীর আগ্রহে বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কারণ এরিয়ান-৫ এখন মহাশূন্যে পাড়িজমিয়েছে। দুরুদুরু বুকে নিচে বজ্ঞনী সহ বিজ্ঞান রসিকরা অপেক্ষা করছে। নতুন বছরের শুভ কামনা রইল জেমস ওয়েব স্পেশ টেলিস্কোপের অভিযানের জন্য। তাই বলি বিজয়ী ভবঃ। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গল্প

অতনু বিশ্বাস

ধরা যাক, 'ব্রেক্সিট' নিয়ে বিতর্কে যুযুধান দুই কিংবদন্তি বক্তা, দুই প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ---বেঞ্জামিন ডিসরেইলি আর ইউনস্টন চার্চিল। কেমন হত ব্যাপারটা? কিংবা যদি এমন হয়, ইন্টারনেটের স্বাধীনতা আর নিরাপত্তা নিয়ে বিতর্ক-আসরে যোগ দিয়েছেন দুই অসাধারণ বাগ্মী—জয়প্রাকাশ নারায়ণ এবং সি, আন্নাদুরাই? কিন্তু এ কি আদৌ সম্ভব? এঁদের সময়কালে হালের এই দুনিয়া—কাঁপানো বিষয়গুলিই তো ছিল না জনপরিসরে। ছিল না এমনকী সুদূর কল্পনাতেও। তাহলে?

কিন্তু এসবের একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরূপ মঞ্চস্থ করার প্রযুক্তি এখন করায়ত্ত। 'যুদ্ধ বনাম শান্তি' নিয়ে এখনকার দিনে দাঁড়িয়ে হিটলার এবং গান্ধির ডিবেট হলে কেমন হতে পারত তা, তারও একটা মডেল গড়ে তোলা যায় সহজেই। এবং 'সিমুলেশন' করা যায় তার একের পর এক চিত্রনাট্যের নমুনা। প্রত্যেকটা ডিবেটই হবে স্বতন্ত্র, কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

সম্প্রতি অক্সাফোর্ড ইউনিয়নের এক বিতর্ক অনুষ্ঠান প্রবল সাড়া ফেলেছে দেশে-বিদেশে। প্রায় দু'শতক ধরেই দুনিয়ার অন্যতম সেরা এক বিতর্ক মঞ্চের জোগান দিয়ে এসেছে এই অক্সাফোর্ড ইউনিয়ন। অতীতে এই মঞ্চে বক্তব্য রেখেছেন উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন, ডেনিস হিলি, তারিক আলি, বেনজির ভুট্টোর মতো অসাধারণ বাগ্মী। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের বক্তাদের নিয়ে বিতর্ক ও হয়েছে কখনও সখনও। যেমন, ও জে সিম্পসন কিংবা মেরিন লা পেনের বক্তব্য ঝড় তুলেছে। কিন্তু এবারে এই বিতর্ক অনুষ্ঠানটা খবরে এসেছে একেবারে অন্য কারণে। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বিতর্কের বিষয়টা কিন্তু ছিল একেবারে সাদামাটা। তা হলে---কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাড়বাড়ন্ত। ফুলেফেঁপে ওঠা। মানুষের জীবন আর জীবনযাত্রার প্রতি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা, প্রতি ক্ষেত্রের দখল নেওয়া।

বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এই নিয়ে বিস্তর তর্কবিতর্ক, আলোচনা, আর পরিকল্পনা হয়ে চলেছে দুনিয়াজুড়ে। তবু অক্সফোর্ড ইউনিয়নের এই বিতর্কের মূল চমকটা ছিল যে, এখানে আমন্ত্রিত বক্তা নিজেই এক কৃত্রিম বুদ্ধিন্তাসম্পন্ন রোবট। নাম 'মেগাট্রন'। যাকে বানিয়েছে 'এমভিডিয়া' নামে কম্পিউটার চিপ বানানোর এক কোম্পানি। এর তথ্যভাণ্ডারে জোগান দেওয়া হয়েছে সমগ্র ইংরেজি উইকিপিডিয়া, সেই সঙ্গে ২০১৬ থেকে ২০১৯ -এর মধ্যে। প্রকাশিত ৬ কোটি ৩০ লক্ষ ইংরেজি সংবাদ প্রতিবেদন, আর ৩৮ গিগাবাইট পরিমাণ রেডিট পোস্ট এবং মতামত। বোঝাই যাচ্ছে যে বাস্তবে এর সিকিভাগ জানাও একজন মানুষের পক্ষে এক জীবনে আয়ত্ত করা অসম্ভব। এবং অন্যান্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে যেমন হয়, সম্ভবত এক অবর্ণনীয়, হয়তো অজ্ঞাত, অপরিজ্ঞাত পদ্ধতিতেই এই জ্ঞানের সংশ্লেষণ করে চলে 'মেগাট্রন'। তার পরিণতিতে কখনও হয়তো অজ্ঞাত, অপরিজ্ঞাত পদ্ধতিতেই এই জ্ঞানের সংশ্লেষণ করে চলে 'মেগাট্রন'। তার পরিণতিতে কখনও হয়তো তৈরি হতেও পারে এমন গণিত, এমন বিজ্ঞান, এমন দর্শন---যাকে মনে হতে পারে ভিনগ্রহের ঐশ্বর্য, কে জানে। সেই সঙ্গে 'মেগাট্রন'-কে জোগানো হয়েছে নিজের মতামত দেওয়ার ক্ষমতাও।

অক্সফোর্ডের এই বিতর্কে সভার একটি মত ছিল—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখন ওই নীতিসম্মত হতে পারে না। 'মেগাট্রন'-কে বলা হয়েছিল পর্যায়ক্রমে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে দু'রকম মতই দেওয়ার জন্য। বিতর্কের আসরে যেমন হয়, যে মতের পক্ষে বলতে বলা হয়, বক্তারা যুক্তি সাজান তেমন করে। এক্ষেত্রে 'মেগাট্রন'-ও করেছে ঠিক তেমনটাই। যখন পক্ষে বলার কথা, জোর দিয়ে বলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনও ভাল-খারাপ হয় না, সে তো যন্ত্র, তাকে যেমন চালানো হবে, তেমনই চলবে সে। আবার বিপক্ষে বলতে গিয়ে 'মেগাট্রন' যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিকতার পক্ষে। 'মেগাট্রন' অনায়াসে জবাব দিয়েছে সভায় উপস্থিত ছাত্রদের প্রশ্নের। এমনই এক প্রশ্নের উত্তরে সে এমনকী, সওয়াল করেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমতা-সংবলিত মানবিক গুণের উৎকর্ষর পক্ষে। এ যেন 'সাইবর্গ -এর পক্ষে ব্যাট ধরা। 'সাইবর্গ৪ হল 'সাইবারনেটিক' আর 'অর্গানিজম' শব্দ দু'টির হাঁসজারু সংস্কারণ। যন্ত্র আর মানুষের মিশ্রণ। এটাই ভবিষ্যতের ছবি কি না, সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ এটা তো বিতর্ক সভা মাত্র। আর 'মেগাট্রন' তো 'কম্পু' হয়ে ওঠেনি, সে জবাব দেয় তার জ্ঞানের পরিধির মধ্য থেকেই। তার স্রষ্টার লেখা প্রেগ্রামের লাইন অক্ষরে অক্ষরে মেনেই আপাতত তার কাজকর্ম। তাই, অক্সফোডের এই বিতর্কে 'মেগাট্রন'-এর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঠিক কী বলল তার গুরুত্ব কম। রোবটাটি তো এখানে কর্ত করতে এসেছে এবং তাকে যেমন বলা হয়েছে, পক্ষে আর বিপক্ষে, দু'পক্ষের হয়েই সে সওয়াল চালিয়েছে জোরকদমে। বক্তব্যের চেয়েও তাই তার বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গি আর সাবলীলতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।যেমন, একই সঙ্গে আর -একটি বিতর্কের বিষয় দেওয়া হয়---প্রযুক্তিগত দক্ষতা না থাকলে নেতারা তাদের সংস্থার পক্ষে বিপজ্জনক। এরও পক্ষে এবং বিপক্ষে বলে 'মেটাট্রন'। কী বলে, সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, সেটা তার্কিকের কর্তসভায় যুক্তি সাজানো মাত্র। 'মেগাট্রন' যে কাজে মোটামুটি দক্ষ, তা বোঝা গিয়েছে পরিষ্কার। কেবল বিতর্ক সভার একটি বিষয় নিয়ে কিন্তু ঠিক স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি 'মেগাট্রন'। বিষয়টা ছিল—ডেটা বা তথ্য একুশ শতকে লড়াই করার সর্বপ্রধান হাতিয়ার হয়ে উছবে। একে সমর্থন করে 'মেগাট্রন' বলে, পণ্য ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষমতার পরিবর্তে তথ্য জোগানোর ক্ষমতাই হয়ে উঠবে অর্থনীতির সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ঠিক জুতসই যুক্তি খুঁজে পায়নি এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। জোর দিয়ে বলতে পারি যে, অনেক 'মানুষ' তার্কিককে আমি চিনি, যাঁরা অনায়সে যুক্তির জাল সাজাতে পারেন এক্ষেত্রেও, এমনকী, অন্য যে কোনও বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে, যার সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে গুলিয়ে ফেলা যাবে না, একেবারেই।

তাই প্রশ্ন থেকেই যার, যন্ত্রে এই 'মানুষ' হয়ে ওঠার কিংবা মানুষকে ছাপিয়ে যাওয়ার এই যাত্রাপথের পরিণতি কোথায়? এবং কোথায় তার পার্থক্য, থেকে যায় 'মানুষ'-এর সঙ্গে? এই 'মেগাট্রন' প্রসঙ্গেই অক্সফোর্ডের অধ্যাপক এবং এই বিতর্কের অন্যতম পৃষ্ঠাপোষক অ্যালেক্স কনক্ যেমন বলেছেন, যে কোনও দুই বক্তার বেশ কিছু বক্তব্য আর বাচনভঙ্গির তথ্য যদি জোগান দেওয়ার হয় 'মেগাট্রন'-এর মতো কোনও যন্ত্রকে, তাঁদের স্টাইল এবং চিন্তাধারা আত্মস্থ করে, 'মেগাট্রন' মঞ্চস্থ করতে পারে তাঁদের কোনও বিতর্কের অনুরূপ। কোনও স্ক্রিপ্ট ছাড়াই। দরকার কেবল একটা সূত্র, কেবল খেই ধরিয়ে দেওয়া। তাই এভাবে সহজেই হয়তো মঞ্চস্থ করা সম্ভব ফিদেল কাস্ত্রো আর ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর বিতর্ক। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই 'মেগাট্রন'-এর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনওই মঞ্চস্থ করতে পারবে না প্লেটো কিংবা তাঁর সুযোগ্য ছাত্র অ্যারিস্টটলের কোনও তর্কসভার বিশ্বাসযোগ্য প্রকিরূপ। এঁদের তর্ক করার কোনও স্ক্রিপ্ট কিংবা ভিডিও তো আর জোগান দেওয়া যাবে না 'মেগাট্রন'-এর ডেটাবেসে।

এ-প্রসঙ্গে মনে আসা স্বাভাবিক, 'ওপেনএআই'-এর তৈরি 'জিপিটি-৩' নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সংবলিত রোবটাটির কথা। তার ডেটাবেসেও রয়েছে দুনিয়ার লেখকের অজস্র লেখা। এবং তারও রয়েছে সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা। 'জিপিটি-৩'-কে যে কোনও নামজাদা লেখকের নাম, কল্পিত একখানা গল্পের নাম, আর যে কোনও একটা খেই ধরিয়ে দিলেই সে লিখে ফেলতে পারে সেই লেখকের স্টা

বটতলা উদ্বাস্তু বাজার ব্যবসায়ীগণ শনিবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়র সহ পারিষদদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ছবি ঃ নিজস্ব

করিমগঞ্জের ছন্তরবাজারে নবনির্মিত এমইউ ভবন এবং বৈদ্যুতিক ট্র্যান্সফর্মারের অর্থ আত্মসাৎ, সিবিআই তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রীক চিঠি

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ছন্তর বাজারের নবনির্মিত মাল্টি ইউটিলিটি ভবনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। ভবন নির্মাণের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক ট্র্যান্সফর্মার বসানোর নামে বিশাল পরিমাণের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকেই শহরবাসী সহ ছন্তর বাজারের ব্যবসায়ীরা এ সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু কাজের-কাজ কিছুই হচ্ছিল না। এবার মাল্টি ইউটিলিটি ভবন নির্মাণ ও ট্র্যান্সফর্মার বসানো নিয়ে সংগঠিত দুর্নীতির সিবিআই তদন্ত দাবি করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছে ছন্তর বাজার ডেভেলপমেন্ট কমিটি।

কমিটির তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র পাঠিয়ে সংগঠিত দুর্নীতির সিবিআই তদন্ত দাবি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত করা হয়েছে পুরসভাকে। স্মারকপত্রে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে ছন্তরবাজারে মাল্টি ইউটিলিটি ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়। এখানে পুরনো শেড ভেঙে নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়। ব্যবসায়ীরা ভবনের বিষয়ে জানতে চাইলে নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরসভার তরফে তাঁদেরকে পাত্তা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ভবন একটি নির্মাণ হলেও এখানে কেউই ব্যবসা করতে আগ্রহী নন। কয়েক বছর ধরে এমনিতে পড়ে রয়েছে ভবনটি। বরং রাতের অন্ধকারে এখানে মদের আড্ডা জমে ওঠে বলেও স্মারকপত্রে অভিযোগ করেছে কমিটি।

স্মারকপত্রে তাঁরা লিখেছেন, এই ভবনে ব্যবসায়ীরা না গিয়ে রাস্তার কাছে পসরা নিয়ে বসছেন। এতে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এর পরও পুরসভা ব্যরবসায়ীদের ওই ভবনে নিয়ে যেতে ব্যর্থ। কংগ্রেসের বোর্ড থাকাকালীন নির্মিত মাল্টি ইউটিলিটি এই ভবনের জন্য ট্র্যান্সফর্মার ক্রয় করতে ১৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। কিন্তু কংগ্রেস বা বিজেপি বোর্ড কেউই ট্রান্সফর্মার বসানোর উদ্যোগ নেয়নি বলেও অভিযোগ করেছে ডেভেলপমেন্ট কমিটি।

স্মারকপত্রে অভিযোগ করে কমিটির তরফে বলা হয়েছে, তাঁরা খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারের পুরো অর্থ নাকি খরচ হয়ে গেছে। ট্রান্সফর্মার না বসিয়ে ষোলো লক্ষ টাকা হাপিসের অভিযোগ তুলে এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক নেতার নাম জড়িত থাকার কথাও স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ছন্তরবাজার ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি সন্তোষ দে, সম্পাদক বিষ্ণুপদ দে সহ আরও অনেকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।

ভয়ংকর নদীভাঙন, নিলামবাজারের ভরিবন্দ-রতনপুর গ্রামের বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম

নিলামবাজার (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ভয়ংকর নদীভাঙনের কবলে পড়ে দক্ষিণ করিমগঞ্জের নিলামবাজারের পার্শবর্তী ভরিবন্দ-রতনপুর গ্রামের বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম। ভরিবন্দ-রতনপুর গ্রাম-ঘেঁষে প্রবাহিত লঙ্গাই নদীর ভয়ংকর ভাঙনের ফলে প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি গ্রামের জনগণের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম পূর্ত সড়কটিও নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

নদীবাঁধ মেরামতের পদক্ষেপ না নেওয়ায় সাংসদ বিধায়ক সহ জেলা প্রাশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী। এর প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা শুক্রবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করে রতনপুরের পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলেছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুণ। নদী ভাঙনস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করার পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের শান্ত করেন বিজেপি নেত্রী শিপ্রা।

শুক্রবার বিকেল রতনপুর-ভরিবন্দ পূর্তসড়কে এক প্রতিবাদী কর্মসূচি হাতে নেন গ্রামবাসী। এতে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ সহ জেলাশাসকের উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। এ প্রসঙ্গে প্রতিবাদকারী স্থানীয় হেলাল উদ্দিন, আসর উদ্দিন প্রমুখ অভিযোগ করে বলেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের মুসলিম মৎস্যজীবী সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভেড়াপাট্টা, রতনপুর, ভরিবন্দ, যাত্রাপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। এই সকল গ্রামের বাসিন্দাদের নিলামবাজারের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ভরিবন্দ-রতনপুর পূর্ত সড়ক। এই সড়কের বেশ কিছু অংশ লঙ্গাই নদীতে তলিয়ে গিয়েছে।

তাঁরা বলেন, বছর দু-য়েক ধরে নদীর ভয়াবহ ভাঙনে সড়কের বেশ কয়েটি জায়গা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। রাতের অন্ধকারে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে এলাকার জনগণকে। যে কোনও সময় পুরো সড়ক নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা। লঙ্গাই নদীর পাশেই রয়েছে দু"টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ একাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও। তাই এখানে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে, নিলামবাজার লঙ্গাই নদীর আরসিসি সেতু থেকে শুরু করে নদীর দক্ষিণ তীরের লাগোয়া ভেড়ারপাট্টা, রতনপুর, ভরিবন্দ, বনুগ্রামে বাঁধের ব্যবস্থা নেই। তাই লঙ্গাই নদীতে ভয়ঙ্কর রূপে ভাঙন দেখা দিলেও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ।

বিষয়টি নিয়ে বার বার অভিযোগ জানানো হলেও কাজের-কাজ কিছুই হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসী। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিটি নির্বাচনের সময় রতনপুর, ভরিবন্দ, যাত্রাপুর, আকরবপুরের জনগণকে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও, নির্বাচন পরবর্তীতে এতদঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে বৈষম্য করে চলছেন বলে বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন স্থানীয় ভুক্তভোগী জনগণ।

১৫০.৬১-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন ভারতে, নমুনা পরীক্ষাতেও রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): টিকাকরণ অভিযানে একের পর এক মাইলফলক অতিক্রম করে চলছে ভারত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন প্রায় ৯০-লক্ষাধিক প্রাপক। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩৬০ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৫০.৬১-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৫০,৬১,৯২, ৯০৩ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ৬৮.৮৪-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৫,২৯,৯৪৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৮,৮৪,৭০,৯৫৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,২৯,৯৪৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৮৬ জন।

বেঙ্গালুরুতে গাড়ি-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু ৪ প্রযুক্তিবিদের, আহত ৬ জন

বেঙ্গালুরু, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বেঙ্গালুরু শহরে বেপরোয়া ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন সফটওয়্যার প্রযুক্তিবিদ, মৃতদের মধ্যে দু"জন যুবতী। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। ট্রাকটি দ্রুত গতিতে থাকার কারণে ওই গাড়িটিতে ধাক্কা মারার পাশাপাশি আরও দু"টি গাড়ি ও ৩-৪টি কন্টেনারে ধাক্কা মারে। শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর পূর্বাঞ্চর অ্যাপার্টমেন্টের কাছে নাইস রোডে।

মৃতদের বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, কেরলের রেজিস্ট্রেশন থাকা একটি গাড়িতে ছিলেন তাঁরা। তামিলনাড়ুর রেজিস্ট্রেশনের একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মারে। এরপর দু"টি গাড়ি ও ৩-৪টি কন্টেনারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু"জন জবটি-সহ ৪ জনের এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে তুষারপাত, ভূমিধসে অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে

জম্মু, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): তুষারপাতে অপরূপ সৌন্দর্যে সেজে উঠল জম্মু-কাশ্মীরের কাটরার মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির। শনিবার সকালে কাশ্মীরের অন্যান্য প্রান্তের মতো মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির চত্বরেও ভারী তুষারপাত হয়। সাদা বরফের চাদরে ঢেকে যায় রাস্তা, গাছ সবকিছুই। তুষারপাতের কারণে এদিন ব্যাটারি চালিত গাড়ি ও হেলিকপ্টার পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। ভারী তুষারপাতে এদিন সাদা বরফের চাদরে ঢেকে যায় জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গ, পহেলগাম সর্বত্রই। শ্রীনগরেও ভারী তুষারপাত হয়েছে। শ্রীনগর স্বর্গে পরিণত হয়েছে।

বৃষ্টি ও তুষারপাতের জন্য দুর্ভোগও হয়েছে। অবিরাম বৃষ্টি, তুষারপাত ও ভূমিধসের কারণে শনিবার বন্ধ রাখা হয় কাশ্মীরের সঙ্গে সমগ্র দেশের সংযোগকারী জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে। হাইওয়ের উভয় দিকে দাঁড়িয়ে থাকে ৩ হাজারের বেশি যানবাহন। ট্র্যাফিকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উধমপুর ও রামবান জেলায় অবিরাম বৃষ্টির কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ে।

শিমলায় ভারী তুষারপাতে উল্লসিত পর্যটকরা, হাসি ফুটেছে হোটেল ব্যবসায়ীদের

শিমলা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): ছবি দেখলে যে কেউ বলবে যাই একবার শিমলা থেকে ঘুরে আসি, আর যাঁরা এই মুহূর্তে শিমলায় রয়েছেন তাঁরা বছরের প্রথম তুষারপাতের আনন্দ চেটেপুটে উপভোগ করছেন। করোনার ভয় ও শীতের চোখ রাঙানি থামাতে পারেনি পর্যটকের ঢল। বরং ফুটফুটে সাদা শিমলার অপরূপ সৌন্দর্য চাক্ষুস করতে অনেকেই পাড়ি জমিয়েছেন হিমাচল প্রদেশের রাজধানীতে। প্রকৃত কাউকে হতাশ করেনি, শনিবার তুষারপাতের সাক্ষী থেকেছে শিমলা।

সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে যায় শিমলার রাস্তা, গাছ, বাড়ি সমস্ত কিছুই। যেদিকে চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ! এদিন শিমলায় কেউ ছিলেন সেলফিতে মগ্ন, কেউ বা মুগ্ধ বরফে। বরফ দেখে পর্যটকরা যেমন খুশি, তেমনই খুশি হোটেল ব্যবসায়ীরা। শুধু শিমলা নয়, হিমাচল প্রদেশের অন্যত্রও এদিন ভারী তুষারপাত হয়েছে। বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে লি, রোহতাং।

মণিপুরে ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ, দুই দফায় ভোট রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে ভার্চুয়াল আলোচনা ইসিআই-এর

ইমফল, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশের পাঁচ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। পাঁচ রাজ্যের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য মণিপুরও রয়েছে। ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুয়ায়ী মণিপুরে দুই দফায় যথাক্রমে চলতি বছর ২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ভোট। নয়াদিল্লিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ টিমের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণের পর রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র জানান, ভার্চুয়াল কথোপকথনে অংশগ্রহণ করেছেন মণিপুর প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকগণ যেমন মুখ্যসচিব, পুলিশ-প্রধান, রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার প্রমুখ। রাজ্যে কম টিকাদানের হার সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অবগত করলে তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিবকে কোভিডের ভ্যাকসিন্যাশন ড্রাইভকে গতিশীল করতে বলেছেন। তাছাড়া সমস্ত ভোটকর্মীদের ১০০ শতাংশ টিকাদান, সঠিক স্যানিটাইজেশন এবং ভোট কেন্দ্রগুলিতে সামাজিক দূরত্ব সহ নিরাপদ নির্বাচন পরিচালনার উপর জোর দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভিডিও কনফারেন্সিঙে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিআই, সিপিআই (এম), কংগ্রেস, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি, নাগা পিপলস ফ্রন্ট, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, পিপলস ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধিরাও ইলেকশন প্যানেলের সাথে আজ মতবিনিময় করেছেন, জানান রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক সুশীল চন্দ্র।

আরও তথ্য দিয়ে রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) সুশীল চনর্য় জানান, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ৬০ আসনের মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে ১ ফেব্রুয়ারি। মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ এক সপ্তাহ পর ৮ ফেব্রুয়ারি। স্ক্রুটিনি ৯ ফেব্রুয়ারি। এছাড়া মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ মার্চ। ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হবে ৪ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় দফার ভোটপ্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দেবেন ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মনোনয়নগুলি স্ক্রুটিনি হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। তাছাড়া ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন।

ভারতের নির্বাচন কমিশন মণিপুরে প্রাক-নির্বাচনী সহিংসতার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে, জানিয়ে সিইও সুশীল চন্দ্র বলেন, রাজ্যের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি)-এর সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং কেন্দ্রীয় পোল প্যানালের টিম। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন করতে সব ধরনের পদক্ষেপ ভারতের নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। তাই কোনও ধরনের সহিংস ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য রাজ্যে দুই দফায় নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার।

ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-এর নির্দেশিকার তথ্য দিতে গিয়ে রাজ্যের সিইও বলেন, ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সমাবেশ, রোড শো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভোটের সময় এক ঘণ্টা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি একটি ভোটকেন্দ্রে সর্বাধিক ভোটার সংখ্যা ১,৫০০ থেকে কমিয়ে ১,২৫০-এ নামিয়ে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া কোভিড-বিধি যেমন সামাজিক-দূরত্ব, মুখে মাস্ক পরা, হাত স্যানিটাইজ করা ইত্যাদি বিদ্যমান নিয়মাবলি বাধ্যতামূলকভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছে ইসিআই।

রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের সময় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে সমস্ত ভোটকেন্দ্রে পানীয় জল, টয়লেট, র্যা ম্প, হুইলচেয়ার, বিদ্যুৎ এবং ছায়ার মতো সুবিধাযুক্ত বিষয়াদি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে নির্বাচন কমিশন রাজ্যে প্রথমবারের মতো "অনুপস্থিত ভোটারদের" জন্য ভোটের সময় পোস্টাল ব্যালটের বিকল্প সরবরাহ করার কথা জানিয়েছে। বলা হয়েছে, যাঁরা ৮০ বছরের বেশি বয়সি প্রবীণ নাগরিক, বিশেষ সক্ষম (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তি এবং সন্দেহভাজন কোভিড-১৯-আক্রান্ত ব্যক্তিদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান করতে সহায়তা করা হবে।

এছাড়া গত বুধবার মণিপুরের সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যে মোট ভোটার ২০,৩৪,৯৬৬ জন। তাঁদের মধ্যে দিব্যাঙ্গ ভোটার ১৩,৫৬৫ এবং ৮০-ঊর্ধ ভোটার রয়েছেন ৪১, ৮৬৭ জন। তিনি জানান, পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখার পাশাপাশি প্রার্থীদের প্রতিনিধিরা ভোটপ্রক্রিয়া চলাকালীন উপস্থিত থাকবেন এবং পুরো প্রক্রিয়াটি ভিডিওগ্রাফি করার নির্দেশ দিয়েছে ইসি। এভাবে প্রাক-নির্বাচনী সংঘর্ষ বা নাশকতা সম্পর্কেও কড়া অবস্থান নিতে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মণিপুরে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের সিইও সুশীল চর্নো। ভোটারদের প্রভাবিত করতে অর্থবল, অবৈধ মদ, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং ভীতি প্রদর্শনের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলো। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের উপর কঠোর নজরদারির জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুরোধ করেছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুশীল চন্দ্র জানান, মণিপুর বিধানসভার মেয়াদ এই বছরের ১৯ মার্চ শেষ হয়ে যাবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মণিপুরে গত বিধানসভা নির্বাচন (২০১৭)-ও দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ৪ মার্চ এবং ৮ মার্চ। ১১ মার্চ ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল। মণিপুরে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।

সাংবাদিকতার সার্থকতা নাগরিক ও দেশের ক্ষমতায়নের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষী সংবাদ সংস্থাকে নতুন জীবনদানকারী শ্রীকান্ত জোশীর স্মরণ দিবসে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেন, ভুয়ো খবরের যুগে সংবাদ সংস্থার দায়িত্ব বেড়েছে। আজ সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগ্রত করা প্রয়োজন, যাতে এটি সমাধান খুঁজে পেতে এবং দেশের উন্নয়নে মূল্যবান সহায়তা প্রদান করতে পারে। আমাদের সাংবাদিকতার মাধ্যমে নাগরিকরা যদি ক্ষমতায়িত হয়, দেশ যদি এগিয়ে যায়, তাহলে সেটাই হবে আমাদের সার্থকতা।

শনিবার অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সম্মেলনে মাখনলাল চতুর্বেদী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও যোগাযোগের উপাচার্য অধ্যাপক ড় কেজি সুরেশ বলেছেন, "যারা সংবাদ সংস্থার প্রাসঙ্গিকতা হারানোর কথা বলে তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। ভুয়ো খবর এবং ভুয়ো বিবরণের যুগে সংবাদ সংস্থার দায়িত্ব বেড়েছে।"তিনি বলেন, যে আজ ভারতে ৩০০টিরও বেশি সংবাদ মাধ্যম রয়েছে যার বেশিরভাগই ভারতীয় ভাষায়। সংবাদ সংস্থা তাদের সংবাদের ক্ষুধা মেটাতে পারে।

"সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকতা : মিডিয়া অ্যান্ড টাইম" শীর্ষক বক্তব্যে কেজি সুরেশ বলেন, সাংবাদিকতার জায়গায় পক্ষপাতিত্বের যুগ চলছে। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হওয়ায় এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দায়বদ্ধতা বাড়ে। অধ্যাপক সুরেশ বলেন, ইতিবাচক ও অর্থবহ সংবাদের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে আমাদের সাংস্কৃতিক ও জনজাতীয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত করা আমাদের দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এবং ঐক্যের কথা মাথায় রেখে সমাজ কীভাবে কাজ করছে, তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করা উচিত।

এই উপলক্ষে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টসের সভাপতি এবং হিন্দুস্থান সমাচারের গ্রুপ এডিটর রাম বাহাদুর রাই বলেন, ভারতের সাংবাদিকতা বিশ্ব থেকে অনন্য। সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সাংবাদিকতায়ও সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এটাই ভারতের সাংবাদিকতার অনন্যতা। তিনি বলেন, যদি আমাদের সাংবাদিকতার মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন হয় এবং দেশ এগিয়ে যায়, তাহলে সেটাই হবে আমাদের সার্থকতা। সম্মেলনে রাম বাহাদুর রায়, অধ্যাপক ড় ব্রজকিশোর কোঠিয়ালার ইন্ডিয়ান লাইফ-ভিশন বইয়ের একটি অধ্যায় পড়ে জানান শ্রীকান্ত জোশী নিজে হিন্দুস্থান সমাচার সম্পর্কে কীভাবে কল্পনা করতেন। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য হিন্দুস্থান সমাচারে এসেছেন আর অনন্তকালের জন্য যুক্ত হয়ে গেছেন। তিনি হিন্দুস্থান সমাচারকে নতুন জীবন দিয়েছেন এবং আমরা তার উত্তরসূরি।

বিশেষ আমন্ত্রণে আজকের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বর্ষীয়ান প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। শ্রীকান্ত জোশীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, জোশীজি হিন্দুস্থান সমাচারকে বহুভাষী ও বহুমুখী সংবাদ সংস্থায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সংবাদ নিরপেক্ষ থাকবে, তবে কলাম লেখার ক্ষেত্রে ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এই সত্যের তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রবক্তা। লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা বলেন, যে শ্রীকান্তজি ইতিবাচক যোগাযোগে বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আদর্শগত প্রতিশ্রুতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা উচিত।

এই অনুষ্ঠানে আরোগ্য ভারতীর জাতীয় সংগঠন মন্ত্রী, ডক্টর অশোক ভার্শনে শ্রীকান্ত জোশী সম্পর্কিত তাঁর স্মৃতিকথা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন যে, শ্রীকান্তজি হিন্দুস্থান সমাচার পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং নতুন প্রযুক্তিও আত্তীকরণ করেছিলেন। সেমিনারের শুরুতে, হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষী সংবাদ সংস্থার সভাপতি অরবিন্দ মারডিকর শ্রীকান্ত জোশীর প্রতি তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর গুণের কথা স্মরণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের ধন্যবাদ জানান সংগঠনের সম্পাদক ও মহাব্যবস্থাপক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সারাদেশের সংস্থার সাংবাদিকরা অংশ নেন।

পঞ্জাবের নতুন ডিজিপি বীরেশ কুমার ভাবরা, নিয়োগে অনুমোদন চান্নি সরকারের

চন্ডীগড়, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবের নতুন ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) নিযুক্ত হলেন সিনিয়র আইপিএস অফিসার বীরেশ কুমার ভাবরা। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি) দ্বারা সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত তিনজন অফিসারের একটি প্যানেলের মধ্যে ১৯৮৭ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসারকে বেছে নিয়েছে পঞ্জাব সরকার। এই নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। প্যানেলের অন্য দুই অফিসার ছিলেন সিনিয়র আইপিএস অফিসার দিনকর গুপ্তা এবং প্রবোধ কুমার। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নূন্যতম দু"বছরের জন্য পঞ্জাবের ডিজিপি পদে আসীন থাকবেন বীরেশ কুমার ভাবরা। বর্তমানে সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় পঞ্জাবের ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি ছিলেন। পঞ্জাবে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর এই নিয়ে তৃতীয়বার ডিজিপি পরিবর্তন করা হয়েছে। চরণজিৎ সিং চান্নি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর দিনকর গুপ্তাকে এই পদ থেকে সরিয়ে আইপিএস অফিসার ইকবাল প্রীত সিং সাহোটাকে ডিজিপি-র অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, ইকবাল প্রীত সিং সাহোটার নিয়োগে অসন্তুষ্ট ছিলেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। সিধু বিরোধিতা করে পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছিলেন। ইকবাল প্রীত সিং সাহোটা-র জায়গায় পঞ্জাব পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিয়োগ করা হয় ১৯৮৬ ব্যাচের আইপিএস সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রধান নভজ্যোৎ সিং সিধুর সুপারিশেই সিদ্ধার্থকে ডিজি-র দায়িত্ব দেয় চরণজিৎ সিং চান্নি সরকার। এবার পঞ্জাবের নতুন ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) নিযুক্ত হলেন সিনিয়র আইপিএস অফিসার বীরেশ কুমার ভাবরা। পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণার কয়েক ঘন্টা আগেই পরিবর্তন করা হল পঞ্জাবের ডিজিপি।

মুম্বইয়ে অক্সিজেন সাপোর্টে থা

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

হাতের কয়েকটি লক্ষণই বলে দেবে সুগার বেড়েছে কিনা !

ডায়াবিটিস একটি জটিল রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হওয়া মানুষের নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এক্ষেত্রে হাতের আঙুলের কয়েকটি লক্ষণই বলে দেবে আপনার সুগার কতটা বেড়েছে!

ডায়াবিটিস রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে হতে পারে ডায়াবিটিক নিউরোপ্যাথি।

৫০ শতাংশ ডায়াবিটিস রোগীদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়।

সাধারণত ৪ ধরনের ডায়াবিটিক নিউরোপ্যাথি হয়।

এই সময় জীবনযাপন ডেস্ক: ভারতে ডায়াবিটিস আক্রান্তের সংখ্যা রোজই বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই অসুখে আক্রান্ত হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে মূলত জীবনযাত্রা ও খাদ্যভ্যাসের ভুলত্রুটি। এক্ষেত্রে কম ঘুমানো, পরিশ্রম না করা, হাই ক্যালোরি ডায়েট করা ইত্যাদি বদভ্যাস এই সমস্যাকে ডেকে আনে। এছাড়া এই রোগের নেপথ্যে বংশগতিরও একটা ভূমিকা রয়েছে।

তবে বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে এই রোগটিকে সহজেই আয়ত্বে আনা যায়। তবে সেক্ষেত্রেও আপনাদের অনেকবেশি মাত্রায় হতে হবে সতর্ক। ডায়াবিটিস শরীর যখন রক্তে থাকা শর্করাকে ব্যবহার করতে পারে না তখন ডায়াবিটিস হয়। এক্ষেত্রে শরীরে ইনসুলিন তৈরি হয় না বা ইনসুলিন তৈরি হলেও দেখা তা শরীর ব্যবহার করতে পারে না। তাই প্রথম থেকেই সতর্ক থাকুন।

রোগের ভাগ ডায়াবিটিস রোগটিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- টাইপ ১, টাইপ ২। টাইপ ১ ডায়াবিটিস রোগটি ছোটদের হয়। এক্ষেত্রে শরীরে ইনসুলিন তৈরি হয় না। অপরদিকে টাইপ ২ ডায়াবিটিস রোগটি বড় বয়সে হয়। এক্ষেত্রে শরীরে ভালো পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি হয় না বা ইনসুলিন তৈর হলেও তা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারে না শরীর। ডায়াবিটিক নিউরোপ্যাথি ডায়াবিটিস রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে হতে পারে ডায়াবিটিক নিউরোপ্যাথি। এক্ষেত্রে হাত-পায়ের স্নায়ুর ক্ষতি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রায় ৫০ শতাংশ ডায়াবিটিস রোগীদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়। সাধারণত ৪ ধরনের ডায়াবিটিক নিউরোপ্যাথি হয়। তবে এরমধ্যে মোনোনিউরোপ্যাথির ক্ষেত্রে দেখা দেয় জটিল লক্ষণ । তাই এই রোগ থেকে থাকুন সাবধান।

মনোনিউরোপ্যাথি রোগটির ক্ষেত্রে হাতে দেখা দিতে পারে অবশভাব। হাতের উপরিভাগের পাশাপাশি হাতের সমস্ত আঙুলেও দেখা দিতে পারে অবশভাব। এছাড়াও শরীরে ফুটে উঠতে পারে এই লক্ষণগুলি- ১. হাতে দুর্বলতা। ২. মুখের একদিকে প্যারালিসিস। ৩. একদিকের চোখের পিছনে ব্যথা। ৪. ডবল ভিসন। ৫. চোখের ফোকাসে সমস্যা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডায়াবিটিস থাকা মানুষের এই সমস্যাগুলি দেখা দিলেই সোজা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তবেই হবে সমস্যার সমাধান। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুগার রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই কাজগুলি করুন- ১. ওজন কমাতে হবে।

২. নিয়মিত এক্সারসাইজ করুন। দিনে ৩০ মিনিট এক্সারসাইজ হল মাস্ট। ৩. চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ খেতে হবে।

৪. কার্বোহাইড্রেট কম খান। অর্থাৎ ভাত, রুটি, আলু কমান। বদলে ফাইবার মানে সবজি, ওটস, ঢেঁকি ছাঁটা চাল বেশি মাত্রায় খান।

৫. নিয়মিত বাড়িতে সুগার পরীক্ষা করুন। কমবেশি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আশা করি এই নিয়ম মেনেই ভালো থাকবেন।

ওজন কমাতে এড়িয়ে চলতে হবে যে চারটি খাবার

ওজন কমাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে খাদ্যাভ্যাসের প্রতি বাড়তি সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সাদা রুটি বা পাউরুটি সাদা রুটি প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেট দিয়ে তৈরি যা ওজন কমানোর পথে বাধা সৃষ্টি করে।

যুক্তরাষ্ট্রের মেনোয়াতে অবস্থিত 'ইউনিভার্সিটি অফ হাওয়াই'র নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ড় জিনান বান্না ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "সাদা রুটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে না তাই প্রয়োজনের তুলনায় বার বার ক্যালরি গ্রহণ করতে হয় ও ওজন বৃদ্ধি পায়।"

সাদা রুটি থেকে অঁশ আলাদা করে ফেলায় তা পেট ভরার অনুভূতি দেয় না। তাই ওজন কমাতে চাইলে খাবার তালিকা থেকে সাদা রুটি ধরনের খাবার বাদ দেওয়া প্রয়োজন। ভাজা খাবার খাদ্যতালিকায় যতটা সম্ভব কম তেলে ভাজা খাবার রাখা উচিত। ড. বান্নার মতে, "ভাজা খাবার উচ্চ ক্যালরিযুক্ত এবং ক্যালরি খরচের তুলনায় বাড়তি ক্যালরি যোগ করলে দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে।" গবেষণায় দেখা গেছে, ভাজাপোড়া ধরনের খাবার অতিরিক্ত খাওয়া ওজন বৃদ্ধি বা স্থূলতার সমস্যার জন্য দায়ী। 'ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল'য়ে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা যায়, যাদের বংশগতভাবেই স্থূলতার সমস্যা রয়েছে তাদের ভাজাপোড়া ধরনের খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। চিনিযুক্ত খাবার যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ জেনেট কোলম্যান একই প্রতিবেদনে বলেন, "ওজন কমাতে চাইলে চিনি-জাতীয় খাবার বাদ দেওয়া উচিত।" "ক্যালরির মান শূন্য লেখা থাকলেও তা বাদ দেওয়া প্রয়োজন। কেননা এটা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ায় এবং ওজন কমানোর পথে বাধার সৃষ্টি করে।" বলেন কোলম্যান।

এছাড়াও গবেষণায় দেখা গেছে, এইসব উপাদানে ইন্সুলিনের প্রতি সংবেদনশীলতা থাকায় তা ওজন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

কম আঁশালো খাবার

'আপলিফট ফুড ডটকম'য়ের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ কারা ল্যান্ডাও বলেন, "কম আঁশ-জাতীয় খাবার যেমন- সাদা রুটি, আটার পিঠা, আলুর চিপ্স এবং শস্যজাতীয় নয় এমন অন্যান্য খাবার ওজন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।" উদাহরণ স্বরূপ, দ্রবীভূত অঁশ গ্যাস নিঃসরণ ধীর করে। ফলে অনেকক্ষণ পেট ভরা অনুভূত হয়। বার বার খাওয়ার ইচ্ছে কমে।

তিনি আরও বলেন, "ওজন কমাতে অঁশ-জাতীয় খাবার গ্রহণ করা আবশ্যক। এই ধরনের খাবার অন্ত্রে প্রবেশ করে হজমে সহায়তা করে এবং উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার মাধ্যমে গাঁজাতে সহায়তা করে।" "এই গাঁজানো প্রক্রিয়ার উপজাত উপাদান দেহে ইন্সুলিনের প্রতি প্রতিক্রিয়া বাড়ায় ফলে কোমড়ের বাড়তি মেদ হ্রাস পায়।"

ত্বক সবসময় এক্সফলিয়েট না করা ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে স্ক্রাব করা প্রয়োজন। এটা ত্বকে বেশ সতেজ ভাবও আনে। তবে ঘন ঘন স্ক্রাব ব্যবহার ত্বকের সুরক্ষার স্তর ভেঙে দেয়। আর্দতা হ্রাস পাওয়াতে ত্বক হয়ে পড়ে মলিন, শুষ্ক ও খসখসে। স্ক্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত আর্দতা হ্রাস পাওয়াতে ত্বক ফাটা ও জ্বলুনির মতো সমস্যা দেখা যায়।

সপ্তাহে দুই দিন ত্বক এক্সফলিয়েট করা ত্বকের জন্য নিরাপদ। সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপকারী সাবান ব্যবহার শীতের ঠাণ্ডা বাতাস ও শুষ্ক আবহাওয়া ত্বককে অনেক সংবেদনশীল করে তোলে। তাই এই সময়ে সুগন্ধিযুক্ত সাধারণ 'বডি ওয়াশ' ব্যবহার না করে বরং সংবেদনশীল ত্বকের জন্য তৈরি এমন প্রসাধানী ব্যবহার করা প্রয়োজন।

গোসলে কম সময় ব্যয় করা

গোসলে কম সময় ব্যয় করা কেবল পরিবেশের জন্যই না বরং ত্বকের সুরক্ষার স্তরের জন্যও ভালো, এতে ত্বকে অতিরিক্ত শুষ্কতা বা জ্বলুনি দুটোই কমে।

যুক্তরাষ্ট্রের ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা মারিসা গার্সিক পরামর্শ দেন, "বেশি সময় পানির সংস্পর্শে থাকা বিশেষত গরম পানির সংস্পর্শে থাকা ত্বককে শুষ্ক করে তোলে এবং অস্বস্তি বাড়ায়। তাই গোসলের জন্য দশ মিনিট সময় নির্ধারণ করা উচিত যা ত্বকের কোনো ক্ষতি না করেও ত্বক পরিষ্কার করবে এবং সুরক্ষা বজায় রাখবে।" আলতো করে মোছা ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার

দশ মিনিট পানির সংস্পর্শে থাকার পরে আলতোভাবে ত্বক মুছে নিতে হবে এবং আর্দতা রক্ষা করতে লোশন বা ক্রিম সারা দেহে ব্যবহার করতে হবে। আরেক ত্বক বিশেষজ্ঞ সিপোরা শেইনহাউজের ভাষায়, "গোসলের পরে শরীর হালকা আর্দ থাকা অবস্থায় ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার উপযুক্ত সময়, এতে শীতেও দেহের আর্দতা বজায় থাকে।"

ফিট থাকতে যা যা করেন বুবলী

এই সময়ের অন্যতম ব্যস্ত নায়িকা শবনম বুবলী। ঢাকাই সিনেমার পরিচালকদের কাছে একজন ভরসার নামও তিনি। আজ উত্তরা তো কাল সাভার। সকালে এফডিসি তো বিকেলে উত্তরা। এই হলো তার প্রাত্যহিক রুটিন। এই ব্যস্ত সময়েও কিভাবে নিজেকে ফিট রাখছেন, নিজের সৌন্দর্যকে মেইনটেন্স করছেন। সিনেমার ব্যস্ততার বাইরে সম্প্রতি এসব নিয়েই সমকালের সঙ্গে কথা বলেন বুবলী।

বুবলী বলেন,মাসল তৈরির প্রতি সাধারণ নারীদের গুরুত্ব কম থাকে। আমারও। মূলত নিজেকে স্বাভাবিক রাখতেই জিম করি। তবে আমি পানিটা খুব খেতে চেষ্টা করি।

যতই শুটিং ব্যস্ততা থাকুক না কেনো বুবলী নিয়মিত জিমে যাবেন। বুবলী বলেন, মিডিয়া খুব চ্যালেঞ্জিং একটা পেশা। খুব মেইনটেন্ট করে চলতে হয়। সৌন্দর্যের দিকে বাড়তি সচেতন থাকতে হয়। শত ব্যস্ত থাকলেও নিয়ম করে নিজেকে পরিপাটি রাখতে, ফিট থাকতে সময় ব্যয় করতেই হবে। শুটিংয়ের ব্যস্ত থাকলেও আমি নিয়মিত জিম করি। তবে জিমে আমি ইনস্ট্রুমেন্ট খুব কম ইউজ করি।

জিমের পাশাপাশি নিয়মিত ইয়োগাতেও সময় দেন ঢাকাই ছবির এই নায়িকা। বুবলী বলেন, আমি ইয়োগাটা অনেক বছর ধরে করছি। বলতে গেলে ছোটবেলা থেকেই করি। আমি অলমোস্ট ইয়োগার ৪০-৫০টি আসন জানি। ইয়োগা করলে আমি মন থেকে খুব ভালো ফিল করি। এটা কিন্তু এমন না যে ওয়েট কমানোর জন্য করা। ইয়োগা করলে আমি নিজের মধ্যে এনার্জি পাই, নিজের মধ্যে প্রফুল্লতা কাজ করে।

এদিকে সম্প্রতি নতুন একটি ওয়েব ফিল্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বুবলী। নাম টান। এতে বুবলীর বিপরীতে নায়ক হিসেবে থাকছেন সিয়াম আহমেদ।

হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে দড়িলাফ

শরীরচর্চার অভ্যাসটা রপ্ত করতে যদি আলসেমি লাগে তবে ছোটবেলার দড়িলাফ খেলার অভ্যাসটাকে আবার অনুশীলন করতে পারেন।

পুরানো দিনের প্রিয় কাজ দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে শরীরচর্চাকে আনন্দদায়ক করে তুলতে পারবেন অনায়াসে। আর কোনোদিনও দড়িলাফের সঙ্গে পরিচয় না হয়ে তবে তাতেও সমস্যা নেই, শুরু করতে পারেন যেকোনো সময়ই।

দড়িলাফের স্বাস্থ্যগুণ

খুবই সাধারণ এই কাজ সহজেই হৃদ-সংক্রান্ত কার্যক্রমের গতি বাড়ায়, শরীর ঘামায় ও পেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গড়পড়তা গড়নের একজন ব্যক্তি মাত্র ১৫ মিনিট দড়িলাফ খেলে ঝরাতে পারেন ২০০ থেকে ৩০০ ক্যালরি, জানান লস অ্যাঞ্জেলস'য়ের 'রাম্বল লস অ্যাঞ্জেলস'য়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং 'সোয়েট ফ্যাক্টর'য়ের প্রশিক্ষক এজে পেরেজ।

রিয়েলসিম্পল ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "শারীরিক ওজনের দিক থেকে একজন মানুষ যে পরিস্থিতিতেই থাকুন না কেনো দড়িলাফ খেলার মাধ্যমে ভালোমানের শরীরচর্চা হতে পারে। হাঁটা কিংবা দৌড়ানোর তুলনায় দড়িলাভ হাঁটুর ওপর চাপ ফেলে কম। আর এর প্রভাব পড়বে পায়ের আগা, হাত, ঘাড়, পিঠের ওপরের অংশ ইত্যাদিসহ আরও অনেক স্থানের পেশিতে।"

শুরু করতে হবে অল্প দিয়ে, শরীরের ক্ষমতা বুঝে ক্রমেই বাড়াতে হবে। তবে পায়ের পাতা, গোড়ালি, হাঁটু ইত্যাদি অংশে কোনো জটিলতা থাকলে এই ব্যায়াম করা উচিত হবে কি না সেজন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

সাধারণ যে বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো সম্পর্কেও জানান পেরেজ।

সঠিক দড়ি

পেরেজ বলেন, "আদর্শ দড়িলাফের দড়ি হবে হালকা, হাতলগুলো ধরতে আরামদায়ক হতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ঘামের কারণে হাতল যেন পিচ্ছিল না হয়।"

দড়িলাফের স্থান

"উঁচু নিচু স্থান নয়, যতটা সম্ভব সমতল স্থান বেছে নিতে হবে দড়িলাফের জন্য। পায়ে ব্যথা লাগবে ভেবে আবার নরম কোনো স্থান দড়িলাফ খেলবেন না। মেঝে, কাঠ, মাটি ইত্যাদি হবে আদর্শ। সামনে একটা আয়না থাকলে আরও ভালো, যাতে 'ফর্ম'য়ের দিকে নজর রাখা যায়, " পরামর্শ দেন পেরেজ।

কেমন হবে 'ফর্ম'

দুই হাত শরীরের দুপাশে আরামদায়কভাবে রাখতে হবে। কনুই থাকবে শক্ত, দড়ি ঘোরানোর জন্য নড়াচড়া করবে শুধু কব্জি। পেরেজ বলেন, "কাঁধ ও পিঠে চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। কাঁধে অবসাদ অনুভব করবেন ঠিক, তবে কাঁধের জোরে দড়ি ঘোরানো চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন। এতে লম্বা সময় দড়িলাফ দিতে পারবেন।" এবার লাফাতে হবে শুরুতেই পারবেন না। পায়ের আঙুলে দড়ি আটকে যাবে, ব্যথা লাগবে। এসময় সাবধান থাকতে হবে যাতে পায়ে দড়ি আটকে মুখ থুবড়ে পড়ে না যান। দড়ির ওপর মনযোগ না গিয়ে 'টাইমিং' আর ছন্দের দিকে মনযোগ দিতে হবে। অনুশীলনই হচ্ছে রপ্ত করার মূলমন্ত্র।

শরীরচর্চা হিসেবে দড়িলাফ একবার দড়িলাফ রপ্ত করে ফেললে এবার কাজ হবে শরীরচর্চার রুটিনে একে যোগ করা। একটানা ১০ থেকে ২০ মিনিট দড়িলাফ হবে দারুণ 'কার্ডিও' ব্যায়াম। শরীর গরম করে নেওয়ার জন্য এর আগে তিন কিংবা পাঁচ মিনিট ধরে দড়িলাফ খেলতে পারেন। আবার দড়িলাফের মাঝে বিরতি দিয়ে অন্য কোনো ব্যায়াম করে আবার দড়িলাফ শুরু করতে পারেন।

হাঁটাহাঁটির অভ্যাসে যেসব উপকার মেলে

মাত্র ২০ মিনিটের হাঁটার অভ্যাস কমাতে পারে মানসিক চাপ, দিতে পারে ভালো ঘুম ও দীর্ঘায়ু। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহ্যাটন'য়ে অবস্থিত 'বডি স্পেস ফিটনেস'য়ের প্রশিক্ষক ক্রিস্টিন টর্ড বলেন, "হাঁটাহাঁটির শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা অপরিসীম। এতে কোনো পয়সা খরচ হয়না, বিশেষ কোনো কৌশল রপ্ত করতে হয় না এবং এর জন্য সময় বের করতেও বেগ পেতে হয়না। শুধু ইচ্ছাটা থাকতে হবে।" এই প্রশিক্ষকের পরামর্শে হাঁটাহাঁটির বিভিন্ন উপকারিতা নিয়ে 'ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল বিস্তারিত।

স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে

"হাঁটাহাঁটির মাধ্যমে ক্যালরি কমবে, পেশির ঘনত্ব বাড়বে", বলেন টর্ড। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই অভ্যাস। তিনি আরও বলেন, "ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ওবেসিটি'তে প্রকাশিত গবেষণা বলে, "প্রতিদিন ১৫ হাজার বা তারও বেশি কদম যারা হাঁটেন তাদের কোমরের বেড় এব 'বডি ম্যাস ইনডেক্স (বিএমআই)'য়ের মাত্রা অলসভাবে দিন কাটানো মানুষদের তুলনায় কম। একজন সাধারণ মানুষের এই ১৫ হাজার কদম হাঁটতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। সারাদিনের বিভিন্ন সময়ে একে ভাগ করে নিতে হবে।"

"১৫ হাজার কদম হাঁটার সময় যদি না থাকে তবে সেটারও বিকল্প আছে। যে পথে চড়াই আছে সেটাকে বেছে নিতে পারেন। আবার হাঁটার মাধখানে হালকা 'জগিং' করতে পারেন বিরতি দিয়ে। শরীরের ওজন ব্যবহার করে এমন ব্যায়ামগুলো মাঝে করে নিতে পারেন। যেমন উঠবস, বুকডন, 'লাঞ্জেস' ইত্যাদি।"

দূরারোগ্য ব্যধি নিয়ন্ত্রণ উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস ইত্যাদির ঝুঁকিতে যারা আছেন তাদের জন্য হাঁটাহাঁটি নিত্যদিনের অভ্যাস হওয়া আবশ্যক। 'ন্যাশনাল ওয়াকার'স হেলথ স্টাডি' অনুযায়ী, "প্রতিদিন হাঁটার মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি ৭.৭ শতাংশ, উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরলের ঝুঁকি ৭ শতাংশ, এবং ডায়াবেটিস'য়ের ঝুঁকি কমবে ১২.৩।

টর্ড বলেন, "যারা ইতোমধ্যেই দূরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছেন তাদের জন্যও হাঁটাহাঁটি অত্যন্ত উপকারী হবে।" 'দ্য আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (এএইচএ)' প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ মিনিট হাঁটার পরামর্শ দেয়। আর সপ্তাহের সবদিন কিংবা অন্তত পাঁচদিন হাঁটতে হবে। তবেই রক্তচাপ আর কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে আসবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে যারা হিমশিম খাচ্ছেন তাদেরকেও একই ধরনের পরামর্শ দেয় যুক্তরাষ্ট্রের 'ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)'।

মানসিক চাপ সামলাতে

সারাদিন কাজ করে বাড়ি ফিরে মন চাইবে মোবাইল নিয়ে বসে থাকতে কিংবা টিভি দেখতে। তবে সেই আলসেমির হাতছানিকে উপেক্ষা করে যদি জুতা পরে হাঁটতে বের হতে পারেন তবেই জীবনটা সুস্থ শরীর নিয়ে কাটাতে পারবেন।

টর্ড বলেন, "হাঁটাহাঁটি শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, মন ভালো করে।" আর তা মাত্র ১০ মিনিটেই সম্ভব বলে দাবি করে 'ইউনিভার্সিটি অফ মিসিসিপি'র গবেষণা। প্রাকৃতিক পরিবেশে হাঁটতে গেলে উপকার মিলবে বেশি। হাঁটতে গিয়ে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, সামাজিক যোগাযোগ ঘটতে পারে। মন মানসিকতার ওপর এই বিষয়গুলোর দারুণ প্রভাব থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বর্তমান সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে সবাই চিন্তিত। আর তাকেই জোরদার করে হাঁটাহাঁটির নিয়মিত অভ্যাস। টর্ড বলেন, "এক গবেষণায় জানা গেছে, আধা ঘণ্টা হাঁটলেই শ্বেত রক্তকণিকার ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জোর বাড়ে, তবে তা হয় ক্ষণস্থায়ী।" ব্রিটিশ জার্নাল অফ স্পোর্টস মেডিসিন ১০০০ অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে 'ফ্লু' মৌসুমে গবেষণা চালায়। দেখা যায়, যারা দৈনিক ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটেন তাদের অসুস্থ হওয়ার মাত্রা অলস অংশগ্রহণকারীদের তুলনায় ৪৩ শতাংশ কম।

দ্বিতীয়বার করোনা আক্রান্ত ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রিপোর্ট পজিটিভ অভিনেতা ঋদ্ধি সেনেরও

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মারণ করোনা ভাইরাস রেয়াত করছে না কাউকেই। দ্বিতীয়বার কোভিড-১৯ থাবা বসাল অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর শরীরে। জানা গিয়েছে, শুধু তাঁর নয়, পরিবারের একাধিক সদস্যও নাকি কোভিড পজিটিভ। এদিকে, অভিনেতা ঋদ্ধি সেনও সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন তিনি করোনা আক্রান্ত। সম্প্রতি পরিচালক অতনু বসুর "অচেনা উত্তম" ছবির শুটিংয়ের জন্য দার্জিলিং গিয়েছিলেন ঋতুপর্ণা (Rituparna Sengupta)। শুটিংয়ের পাশাপাশি ঘোরাও হয়ে যাবে, এই পরিকল্পনা করে স্বামী সঞ্জয় ও পরিবারের বাকিদের নিয়ে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। জানা গিয়েছে, ফিরে এসে ঠান্ডা লাগে সকলের। টেস্ট করে দেখা যায় ঋতুপর্ণার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তবে স্বামী ও শাশুড়ির রিপোর্ট নেগেটিভ। আপাতত ঘরবন্দি অভিনেত্রী। উল্লেখ্য, গত বছর মার্চ মাসেও করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। এবার নতুন বছরের শুরুতে ফের তাঁর শরীরে মিলল মারণ ভাইরাসের হদিশ।

শনিবার আগরতলায় সদর মহিলা মোর্চার উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

থানায় বৃদ্ধের মৃত্যু : দুই ইন্সপেক্টরসহ তিন পুলিশ সাসপেন্ড

কানপুর, ৮ জানুয়ারি (হি.স) : বহির্কানপুর এলাকার সাধ থানায় বিষাক্ত পদার্থ খেয়ে বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনায় অবহেলার কারণে প্রাথমিকভাবে দুই ইন্সপেক্টর ও হেড কনস্টেবলকে সাময়িক সাসপেন্ড করা হয়েছে। এএসপি পর্যায়ের পুলিশ আধিকারিক বিষয়টি তদন্ত শুরু করছেন। জানা গিয়েছে, বুধবার সাধ থানা এলাকার গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা অরুণ কুমার গুপ্তের বাড়ি থেকে এক বস্তা গম চুরি হয়। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দিতে তিনি সাধ থানায় গিয়েছিলেন। নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, রিপোর্ট লিখতে যাওয়া বৃদ্ধকে থানার পুলিশ মারধর করে বাড়িতে ফেলে রেখে যায়। চোট পেয়ে বৃদ্ধ থানা চত্বরে বিষাক্ত পদার্থ খেয়ে ফেলেন। গুরুতর অবস্থায়, পুলিশ তাকে সিএইচসি ভিতরগাঁওয়ে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে তাকে কানপুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। উরসালা হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। পুলিশের তৎপরতায় বৃদ্ধের মৃত্যুর খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এই ঘটনার পর পুলিশ সুপার অজিত কুমার সিনহা বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত শুরু করে প্রাথমিকভাবে থানার ইন্সপেক্টর বিনীত কুমার, ইন্সপেক্টর কৃষ্ণকান্ত, হেড কনস্টেবল সুরেশ কুমারকে এই মামলায় অবহেলার জন্য সাসপেন্ড করেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য পুলিশ সুপার পুরো বিষয়টির তদন্তভার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কাছে হস্তান্তর করেন। তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে জনজীবন বেহাল রাজস্থানে, ফসলের ক্ষতিতে কৃষকদের মাথায় হাত

জয়পুর, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে জনজীবন বেহাল হয়ে পড়ল রাজস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে। অসময়ের বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে ফসলের। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বিগত ২৪ ঘন্টা ধরে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে রাজস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে। জয়পুর জেলার কিশানগড়-রেনওয়ালে সর্বাধিক ৮ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, অলওয়ার জেলার বেহরোর ও নীমরানায় ৭ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে শিলাবৃষ্টিতে সরিষা ফসলের ক্ষতি হয়েছে। শুক্রবার রাতে রাজস্থানের জয়সেলমেরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বৃষ্টির জন্য রাজস্থানে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা চড়েছে। শনিবার বৃষ্টি হয়েছে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর ছাড়াও ভরতপুর ও কোটায়। রবিবারও জয়পু ও ভরতপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আবহাওয়ার উন্নতি হলেই রাতের তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত কমবে।

পরামর্শদাতা নিয়োগের স্বচ্ছতা নিয়ে ফের তোপ রাজ্যপালের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : পরামর্শদাতা নিয়োগ নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টুইটারে বিঁধলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শুক্রবারই একটি টুইট করে রাজ্যপাল লিখেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সামনে ভুল তথ্য তুলে ধরেছিলেন। সেই নিয়ে পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীকেই প্রশ্ন করেন তিনি। শনিবার সকালে আরও একটি টুইট করেন রাজ্যপাল। তাতে তাঁর পাল্টা খোঁচা, পরামর্শদাতা নিয়োগ নিয়ে গত ২৮ ডিসেম্বরের প্রশ্নের এখনও মুখ্যমন্ত্রীর তরফে কোনও জবাব পাননি তিনি।

টুইটে রাজ্যপাল লিখেছেন, গত ২৮ ডিসেম্বর পরামর্শদাতা নিয়োগের বিষয়ে যা জানতে চেয়েছিলাম, তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। এতে পক্ষপাতিত্ব বৃদ্ধির ধারণার ভিত্তি আরও দৃঢ় করছে। প্রক্রিয়াটি অস্বচ্ছ। সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারা ভেঙে এই নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শদাতা নিয়োগ পদ্ধতির তথ্য দিতে ব্যর্থ মুখ্যসচিব।চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে শুক্রবার ভার্চুয়ালি উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীর সামনেই রাজ্যপালকে বেঁধেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে করোনাকালে অতিরিক্ত চিকিৎসক নিয়োগ নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। বিষয়টিকে তুলে ধরেই প্রধানমন্ত্রীর সামনে রাজ্যপালকে জবাব দেন তিনি।

করোনায় আক্রান্ত পরিচালক মধুর ভাণ্ডারকর, সংক্রমিত অভিনেত্রী মিথিলাও

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): চলচ্চিত্র জগতে করোনার প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে, সেই তালিকায় নতুন সংযোজন মধুর ভাণ্ডারকর। শনিবার নিজেই টুইটারে এ খবর দিয়েছেন 'পেজ থ্রি' ছবির পরিচালক। গত কয়েক দিনে তাঁর সংস্পর্শে আসা সকলকেই করোনা পরীক্ষা করে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। টুইটারে মধুরের বার্তা 'কোভিড পরীক্ষার ফলাফল বলছে আমি আক্রান্ত। টিকার দু'টি ডোজ নেওয়ার পরেও সংক্রমিত হয়েছি। তবে উপসর্গ মৃদু।' তিনি আরও জানান, 'আপাতত নিভৃতবাসে রয়েছি আমি।' এ দিকে, ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী মিথিলা পালকরও জানিয়েছেন তাঁর করোনা সংক্রমণের কথা। ওটিটি পর্দার এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন দিন কয়েক আগেই। মিথিলা জানিয়েছেন, 'আমার পরিবারের বাকিরা এখনও সুস্থ। তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে চলছি। বিশেষত আমার দাদু-ঠাকুমাকে নিয়ে আমি বেশি সাবধান।'

৪.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প আন্দামানে, কম্পন আতঙ্ক সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে

পোর্টব্লেয়ার, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। শনিবার বেলা ১১.১২ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। দিগলিপুর থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ৪৪৮ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমলোজি জানিয়েছে, শনিবার বেলা ১১.১২ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৫৫ কিলোমিটার গভীরে, ১০.৯৮ অক্ষাংশ এবং ৯৩.১৮ দ্রাঘিমাংশ। সমগ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে হালকা কম্পন টের পাওয়া যায়। কোথাও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।

উদয়পুরে ফের করোনা সংক্রমণ বাড়ল, ২২৫ জন নতুন সংক্রমিত

উদয়পুর, ৮ জানুয়ারি (হি.স) : পর পর দুদিন উদয়পুরে করোনা প্রকোপ বাড়ল। শুক্রবার একদিনে ১৮৯ জন করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর শনিবার একদিনে নতুন করে ২২৫ জন আক্রান্ত হওয়ার খবরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪৮-এ পৌঁছেছে, যদিও তাদের মধ্যে মাত্র ১০ জন হাসপাতালে ভর্তি। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নারায়ণ সেবা সংস্থায় ৬ শিশু পজিটিভ আসার পর সংশ্লিষ্ট ভবনটি খালি করে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দীনেশ খারাদির মতে, শনিবার ২৩৫৫টি পরীক্ষা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২২৫টি পজিটিভ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৬৭ জন শহরাঞ্চলের। এর পাশাপাশি ২৯ জন করোনা যোদ্ধাও আক্রান্ত হয়েছেন। গ্রামীণ এলাকায় ৫৮ জন নতুন সংক্রমিত পাওয়া গেছে।

করোনার ক্রমবর্ধমান মামলার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা বিভাগ ও জেলা প্রশাসন নাগরিকদের মাস্ক পরা, দুই গজের দূরত্ব বজায় রাখাসহ অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে আহ্বান জানিয়েছে। এত রোগীর আগমনের পরে, নাগরিকদের মধ্যে বিধিনিষেধ আরও কঠোর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং বাজারে লকডাউনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে।

করোনা আক্রান্ত ঋদ্ধি সেন, রয়েছেন হোম আইসোলেশনে

দেগঙ্গা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কৌশিক সেনের পুত্র ঋদ্ধি সেন। অভিনেতা নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন তিনি করোনা আক্রান্ত।

ফেসবুক পোস্টে অভিনেতা জানান, আপাতত হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি। গত কয়েকদিনে যাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের সতর্ক থাকার অনুরোধও জানান অভিনেতা। প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে ঊর্ধমুখী কোভিড গ্রাফ। গত ২৪ ঘণ্টাতেই যেমন আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৮ হাজারের গণ্ডি। যার মধ্যে শুধু কলকাতাতেই সংক্রমিত ৭ হাজারের বেশি। ইতিমধ্যেই মারণ ভাইরাস থাবা বসিয়েছে অভিনেতা দেব, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তী, অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণা-সহ টলিউডের একঝাঁক তারকার শরীরে। এবার এই তালিকা আরও দীর্ঘায়িত হল। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

চন্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচিত বিজেপির সরবজিৎ কৌর, আপ কাউন্সিলরদের হাঙ্গামা

চন্ডীগড়, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): চন্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচিত হলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র কাউন্সিলর সরবজিৎ কৌর। ৩৬-সদস্য বিশিষ্ট চন্ডীগড় পৌর নিগমে ভোট পড়েছে ২৮টি, যেহেতু কংগ্রেস ও শিরোমণি অকালি দল ভোটদান থেকে বিরত থেকেছে। বিজেপি পেয়েছে ১৪টি ভোট, আম আদমি পার্টি ১৩টি ভোট এবং একটি ভোট অবৈধ বলে গণ্য হয়েছে। বিজেপির সরবজিৎ কৌর চন্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন আম আদমি পার্টির কাউন্সিলররা। তাঁদের অভিযোগ, গণনা প্রক্রিয়া বিজেপির পক্ষে ছিল। নতুন মেয়রকে হাউসে বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন আপ কাউন্সিলররা। এরপর বিজেপি কাউন্সিলররা তাঁর আসন ঘিরে ফেলেন। পরে মার্শালদের ডাকা হয়, তারপর উভয় দলের কাউন্সিলরদের সরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে, আপ সভাপতি প্রেম গর্গ ওয়েলে ঢুকে পড়েন, পরে মার্শালরা তাঁকে দরজা দেখিয়ে দেন।

উত্তর প্রদেশের ফতেহপুরে ট্রাকের চাকার পিষে মৃত ৩, প্রাণে বাঁচলেন একজন

ফতেহপুর, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলায় বেপরোয়া ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হয়েছে ৩ জন। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও গুরুতর আহত হয়েছেন একজন। শুক্রবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ফতেহপুর জেলার খাগা কোতোয়ালি এলাকায়। মৃতদের নাম-ধর্মেন্দ্র ওরফে ভুরা (২৫), বাব্বু (২৭) ও পিন্টু (২৪)। একজনকে আহত অবস্থায় কানপুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে মাহিছা মান্ডি পুলিশ আউটপোস্টের অন্তর্গত কানপুর-এলাহাবাদ হাইওয়ের ওপর একটি জীপ খারাপ হয়ে যায়। যাত্রীরা জীপ থেকে নেমে মেরামত করার চেষ্টা করছিলেন। সার্কেল অফিসার (খাগা) গয়াদত্ত মিশ্র জানিয়েছেন, আচমকাই একটি ট্রাক ৪ জনকে ধাক্কা মারে। ৩ জনের মৃত্যু হয় এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘাতক ট্রাকের খোঁজ করছে পুলিশ।

প্রয়াত বিশাল দাদলানির বাবা, শোকে স্তব্ধ করোনা-আক্রান্ত সঙ্গীত পরিচালক

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় এমনিতেই মানসিকভাবে হতাশ তিনি, এমতাবস্থায় আরও একটি দুঃসংবাদে স্তব্ধ গায়ক-সঙ্গীত পরিচালক বিশাল দাদলানি। বিশালের বাবা মোতি দাদলানি প্রয়াত হয়েছেন। ৭৯ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন বিশালের বাবা। গলব্লাডারের অস্ত্রোপচারের পর বিগত ৩-৪ দিন ধরে হাসপাতালের আইসিইউ-তে ছিলেন মোতি দাদলানি। শুক্রবার রাতে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। বিশাল জানিয়েছেন, গত রাতে আমার প্রিয় বন্ধু, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এবং দয়ালু মানুষটিকে হারিয়েছি। জীবনে আমার বাবার থেকে ভাল আর কাউকে চাইতে পারতাম না। তাঁর থেকে ভাল শিক্ষক আর পাব না। শেষ ৩-৪ দিন ধরে তাঁর বাবা হাসপাতালের আইসিইউ-তে ছিলেন। কিন্তু শুক্রবার বিশাল কোভিড আক্রান্ত হওয়ায় বাবাকে দেখতে যেতে পারেননি। এই মুহূর্তে নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'এই কঠিন পরিস্থিতিতে মাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারছি না। এটা ঠিক হল না। জানি না এই পৃথিবীতে বাবাকে ছাড়া কী ভাবে বাঁচব। আমি পুরোপুরি হারিয়ে গেলাম।

পঞ্জাবে ভোট একদফায়, লড়াই হবে চতুর্মুখী

চণ্ডীগড়, ৮ জানুয়ারি (হি.স) : পঞ্জাবে ভোট হবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি। গণনা হবে ১০ মার্চ। নির্বাচন কমিশন শনিবার পঞ্জাব সহ গোয়া, মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। উত্তরপ্রদেশে ভোটপর্ব শুরু হচ্ছে ১০ ফেব্রুয়ারি। মোট সাত দফায় ভোট নেওয়া হবে। গণনা হবে ১০ মার্চ। ১৪ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাবসহ গোয়া এবং উত্তরাখণ্ডেও ভোট হবে। মণিপুরে ভোট হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ৩ মার্চ। পঞ্জাবে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য লড়াই করবে কংগ্রেস। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, বিজেপির সঙ্গে জোট করবেন। যে পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন হবে, তাদের মধ্যে পঞ্জাব বাদে আর সব জায়গাতেই ক্ষমতায় আছে বিজেপি। কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যেই এবার ভোট হবে। পাঁচটি রাজ্যে মোট ৬৯০ আসনে ভোটের জন্য কড়া কোভিড বিধি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। পঞ্জাবে ভোট হবে মোট ১১৭ টি আসনে। এদিন থেকেই পাঁচটি রাজ্যে জারি হয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধি।

সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই ঊর্ধমুখী, কোভিডের প্রকোপে জর্জরিত আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড-সংক্রমণে আবারও রেকর্ড গড়ল আমেরিকা, ফের দৈনিক মৃত্যুও ২ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৮১ জন, নতুন করে ৮,৪৯,১৮১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৬০,৪৬৪,৪২৬ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ২,০২৫ জনের। নতুন করে ২,০২৫ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৪৬ জনের। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪২,১৭২,২৫১ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৭,৪৩৩,৮২৯-এ পৌঁছেছে।

ডিকেটছড়ায় লাইনচ্যুত লামডিংগামী পণ্যবাহী ট্রেন, পাহাড়লাইনে ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত

হাফলং (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : লাইনচ্যুত লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথে পণ্যবাহী ট্রেন। ফলে আজ শনিবার পাহাড়লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেথে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গেছে, বদরপুর থেকে লামডিং অভিমুখী একটি পণ্যবাহী ট্রেন আজ ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ ডিটেকছড়া স্টেশনের কাছে এক নম্বর রেলওয়ে ট্র্যাকে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ট্রেনটির চাকা খুলে যাওয়ায় তাৰ দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। এতে শনিবার লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এই রেলপথে চলাচলকারী প্রতিটি ট্রেন বিলম্বে চলাচল করছে। ডিটেকছড়া স্টেশনের কাছে মেইন লাইনে এই দুর্ঘটনার ফলে আজ প্রায় তিন ঘণ্টা পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। তবে পুনরায় ডিটেকছড়া স্টেশনের তিন নম্বর রেল ট্র্যাক দিয়ে সব কয়টি যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো হয়। যার দরুন শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস প্রায় তিন ঘণ্টা, আগরতলা-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস তিন ঘণ্ট এবং বদরপুর-গুয়াহাটি ভিস্টাডম ট্রেন প্রায় আড়াই ঘণ্টা বিলম্বে চলছে।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দুর্ঘটনাগ্রস্ত পণ্যবাহী ট্রেনের দুটি বগি সরিয়েও ডিটেকছড়া স্টেশনের এক ও দুই নম্বর রেল লাইন সারাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেনি। এদিকে দুর্ঘটনার পর-পরই বদরপুর থেকে রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ট্রেনটি তুলে ডিটেকছাড়া রেল স্টেশনের এক নম্বর লাইন ও দুই নম্বর লাইন সারাইয়ের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চালিয়ে যাচ্ছেন রেলকর্মীরা বলে জানা গেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে।

ফের অসময়ের বৃষ্টি দিল্লিতে, তুষারপাতে উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত শ্রীনগরে

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): শীতের মরশুমে ফের অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। বৃষ্টি শুরু হয় শুক্রবার রাত থেকেই, শনিবার সকালে বৃষ্টির বেগ আরও বাড়তে থাকে। রাতভর ভারী বৃষ্টি হয় দিল্লির প্রায় সর্বত্রই। দিল্লি লাগোয়া গ্রেটার নয়ডা, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদেও বৃষ্টি হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে জল জমে যায় পূর্ব দিল্লির মান্ডাওয়ালি আন্ডারপাসে, বৃষ্টির জন্য দিল্লির মিন্টো রোডে ধীর গতিতে চলাচল করে যানবাহন। বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশেও। তুষারপাতের জন্য শনিবার সকালে শ্রীনগর বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। তাই উড়ান চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। অবিরত তুষারপাতের কারণে শ্রীনগর বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা নেমে আসে ৫০০ মিটারে। এদিনই ভারী তুষারপাত হয়েছে শিমলা-সহ হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে শিমলার রাস্তাঘাট।

নির্বাচন ঘোষণার পরই বিজেপিকে আক্রমণ অখিলেশের

লখনউ, ৮ জানুয়ারি (হি.স) : নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষণার পরই সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব বিজেপিকে আক্রমণ বলেন, উত্তরপ্রদেশের মানুষ বিজেপি সরকারকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত। নির্বাচনের তারিখ রাজ্যে বড় পরিবর্তন আনবে। নির্বাচন কমিশনের দেখতে হবে বিজেপির লোকেরা নির্দেশিকা মেনে চলে।

নির্বাচনের ঘোষণার আগে, অখিলেশ যাদব শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, নির্বাচন কমিশন যদি ভার্চুয়াল সমাবেশ করার কথা বলে, তবে আমরা দাবি করব যে কমিশন আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে সহায়তা করে।

প্রসঙ্গত, শনিবার নির্বাচন কমিশন উত্তরপ্রদেশে এবার সাত দফায় ভোট সম্পন্ন হবে করা হবে বলে ঘোষণা করে। প্রথম দফার ভোট ১০ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। ২০ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় দফায় শুধু উত্তরপ্রদেশে ভোট। ২৩ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ দফার ভোট। ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ মণিপুরে ভোট। ৭ মার্চ সপ্তম দফায় ভোট উত্তরপ্রদেশে। ১০ মার্চ পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল ঘোষণা।

কাশ্মীরে তুষারধসে বন্ধ জাতীয় সড়ক, আটকে তিন হাজার গাড়ি

শ্রীনগর, ৮ জানুয়ারি (হি.স) : কাশ্মীরে ভারী বৃষ্টির জেরে ভূমিধস। সেইসঙ্গে চলে তুষারপাতও। এই দুইয়ের কারণে বন্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। বিভিন্ন জায়গায় ভূমিধসের কারণে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়ে তিন হাজার গাড়ি। বিপাকে পড়েন শ'য়ে শ'য়ে পর্যটক। দুর্যোগের কারণে স্থগিত রাখা হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। শনিবার সকাল থেকেই কাশ্মীরে চলছে প্রবল তুষারপাত। পুরু বরফের চাদরে ঢাকা গোটা রাস্তা। তুষারপাতের সঙ্গেই চলছে প্রবল বৃষ্টিও। যান চলাচল বন্ধ ২৭০ কিমি দীর্ঘ জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়েতে। বাতিল করা হয়েছে একাধিক বিমান। শনিবার মরশুমের প্রথম তুষারপাত হয় কাশ্মীরের বৈষ্ণোদেবী মন্দির চত্বরে। এদিন সকালে প্রায় ৪ ইঞ্চি পুরু বরফে ঢেকে যায় বৈষ্ণোদেবী মন্দির। শ্রীনগর, শোপিয়ান, লাহুল-স্পিতিতে শুধুই বরফ! এদিকে, ভারী বৃষ্টির কারণে শ্রীনগরের বিভিন্ন এলাকায় ধস নামে। খারাপ আবহাওয়ার জেরে বানিহাল-বারমুল্লা সেকশনে প্রায় ১৩৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। গত ২৪ ঘণ্টায় জম্মুর বিভিন্ন শহরে রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই তুষারপাতও বেড়েছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় কাটরাতে বৃষ্টি হয়েছে ৯৫.২ মিলিমিটার। জম্মুতে বৃষ্টি হয়েছে ৮৩.৫ মিলিমিটার।

অগ্নিগর্ভ কাজাখস্তানের পাশে চিন, যে কোনও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত জিনপিং

বেজিং, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : এবার বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ কাজাখস্তানের পাশে দাঁড়াল চিন। বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ কাজাখস্তানের কাজাখ প্রেসিডেন্টের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। কাজাখস্তানে কোনও রকমের হিংসাত্মক ঘটনাকে বেজিং সমর্থন করে না বলে বিবৃতি দিয়েছেন জিনপিং।

জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ চলছে কাজাখস্তানে। ইতিমধ্যেই বিক্ষোভকারীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে তাদের গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম জোমার্ট টোকায়েভ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা পাঠিয়েছে রাশিয়া। এবার কাজাখ প্রেসিডেন্টের দিকে সমর্থনের হাত বাড়াল চিন।

কাজাখস্তানে কোনও রকমের হিংসাত্মক ঘটনাকে বেজিং সমর্থন করে না বলে বিবৃতি দিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, কাজাখের স্থিতিশীলতা, সুরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ জনজীবনকে নষ্ট করতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির যে কোনও রকম প্রয়াসের নিন্দা করছে চিন। পরিস্থিতি সামলাতে কাজাখ প্রেসিডেন্ট যে সব পদক্ষেপ করেছেন তারও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন জিনপিং। তিনি জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে টোকায়েভ কার্যকরী পদক্ষেপ করেছেন। একজন রাষ্ট্রনায়কের যথাযথ দায়িত্বই পালন করেছে তিনি।

জিনপিং জানিয়েছেন, "কাজাখস্তানের ভ্রাতৃপ্রতিম এক প্রতিবেশী ও স্থায়ী কৌশলী অংশীদার দেশ হিসেবে যে কোনও প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য চিন প্রস্তুত।" উল্লেখ্য, কাজাখস্তানের সঙ্গে ১ হাজার মাইলেরও বেশি বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা রয়েছে চিনের। তাছাড়া চিনে ২ লক্ষেরও বেশি কাজাখ-বংশোদ্ভূত মানুষ বাস করেন।

প্রসঙ্গত, কাজাখস্তানে বিক্ষোভের মূলে রয়েছে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি। জ্বালানি তেলের দাম প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার পরেই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে হাজার হাজার বিক্ষোভকারীর। তবে কেবল এই ইস্যুই নয়, এর সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক অসন্তোষও। ক্রমশই আন্দোলন সরকারবিরোধী বিক্ষোভে পরিণত হয়। যার জেরে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন দেশে। কিন্তু তাতে আরও খারাপ হয়েছে পরিস্থিতি। হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

দক্ষিণ করিমগঞ্জের রতনপুর-ভরিবন্দ এলপি স্কুলে মধ্যাহ্ন ভোজন, স্কুলের উন্নয়নে প্রদত্ত অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ, আদালতে মামলার হুমকি

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার প্রতিটি শিক্ষাখণ্ডে ব্যাপক দুর্নীতি ও অরাজকতার বিস্তর অভিযোগ তুলেছেন এলাকার শিক্ষানুরাগীরা।এর মধ্য দক্ষিণ করিমগঞ্জ শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত ১১৪৭ নম্বর রতনপুর-ভরিবন্দ এলপি স্কুলে মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প, স্কুলের পরিকাঠামগত উন্নয়নের অর্থ হাপিস সহ বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ ফাঁস করেছেন এলাকার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক সহ গ্রামবাসী আসার উদ্দিন, হেলাল উদ্দিন, আলা উদ্দিন, আফতার আলি, বিলাল উদ্দিন, কামাল উদ্দিন, মকই মিয়াঁ, ফারুখ আহমেদ, আইন উদ্দিন, মাকমদ আলিরা। তারা স্কুলের প্রধানশিক্ষক রেহান উদ্দিনের বিরুদ্ধে পাহাড়সম অভিযোগ তুলে বলেন, তাঁর আন্তরিকতার অভাবের দরুন স্কুলে শিক্ষ

সিআইটিইউ'র উদ্যোগে শনিবার আগরতলায় সভায় বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। ছবি ঃ নিজস্ব

কাজাখস্তানে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিল আমেরিকা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): মধ্য এশিয়ার সরকার বিরোধী প্রতিবাদে অশান্ত কাজাখস্তানে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিল আমেরিকা। বাইডেন প্রশাসনের বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন প্রশ্ন তুললেন, কাজাখস্তানের অশান্তির খবর পেয়েই কেন আগেভাগে রাশিয়া সেখানে সেনা মোতায়েন করল? নাম না করে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বিঁধেছেন তিনি। এক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন ব্লিঙ্কেন। আমেরিকা মনে করে, নিজেদের দেশের সমস্যা নিজেরাই সামলাতে সক্ষম কাজাখ প্রশাসন। বরং রাশিয়ার অঙ্গুলিহেলনে সমস্যা বাড়তে পারে।

কাজাখস্তানের এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পাশে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া। শুক্রবারই সেখানে পৌঁছে গিয়েছে ২৫০০ রুশ সেনা। অশান্ত এলাকাগুলিতে রীতিমতো ঘাঁটি গেড়ে বসেছে পুতিনের সেনাবাহিনী। আর তা নিয়েই প্রশ্ন তুলল আমেরিকা। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশসচিব ব্লিঙ্কেন কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "সাম্প্রতিক ইতিহাস বলছে, একবার রাশিয়াকে যদি নিজের ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়, তো সেখান থেকে তাদের বের করা খুবই কঠিন। এই অবস্থার কথা মাথায় রাখতে হবে।" তাঁর আরও বক্তব্য, "দেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ করেছেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এটা স্পষ্ট নয় যে তিনি বাইরের কারও সহযোগিতা চেয়েছেন কি না। তার আগেই রাশিয়ার সেনা মোতায়েন কেন? আমরা সমগ্র পরিস্থিতি নজরে রাখছি।"

এই সংঘাত আরও বাড়িয়ে তুলেছে চিন। এবার কাজাখ প্রেসিডেন্টের দিকে সমর্থনের হাত বাড়াল চিন। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে কাজাখ প্রেসিডেন্টের প্রতি। কাজাখস্তানে কোনও রকমের হিংসাত্মক ঘটনাকে বেজিং সমর্থন করে না বলে বিবৃতি দিয়েছেন জিনপিং।

পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, কাজাখের স্থিতিশীলতা, সুরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ জনজীবনকে নষ্ট করতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির যে কোনও রকম প্রয়াসের নিন্দা করছে চিন। ফলে কাজাখ নিয়ে রুশ-চিনের সঙ্গে আরও একপ্রস্ত দ্বন্দ্ব শুরু হল আমেরিকার।

প্রসঙ্গত, দিন দুই ধরে বিক্ষোভে উত্তপ্ত মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তান। তেল উৎপাদনকারী দেশে আচমকা তেলেরই দাম মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় শুরু হয়েছে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ। তার আঁচ বাড়তে থাকায় বিক্ষোভকারীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়েছেন দেশের প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট কাসিম জোমার্ট টোকায়েভ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন সেনাকে। ইতিমধ্যেই ২৬ জনের বেশি সশস্ত্র বিক্ষোভকারীকে নিরাপত্তা রক্ষীরা হত্যা করেছে বলেও সরকারি তরফে জানানো হলেও, বিক্ষোভকারীদের আক্রমণে ১৮ জন পুলিশ ও ন্যাশনাল গার্ড সার্ভিস সদস্যও মারা গিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। সবথেকে বেশি উত্তপ্ত রাজধানী আলমাটি। প্রতিবেশীদের সাহায্য চেয়েছেন কাজাখ প্রেসিডেন্ট।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রবীণ সাংবাদিক জ্যোতিলাল চৌধুরীর প্রয়াণ, একটি যুগের অবসান, শোকগ্রস্ত বরাক

শিলচর (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা প্রবীণ লেখক-সাংবাদিক, গবেষক, প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী জ্যোতিলাল চৌধুরীর জীবনাবসান ঘটেছে। জ্যোতিলাল চৌধুরীর প্রয়াণে গোটা বরাক উপত্যকা জুড়ে শোকের বন্যা বইছে। গতকাল ৭ জানুয়ারি শুক্রবার রাত দশটা সাত মিনিটে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

বরাক উপত্যকার সর্বজনবিদিত বিদগ্ধ পণ্ডিত, সকলের প্রিয় জ্যোতিলাল স্যার গত ২ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে শারীরিক অবনতি ঘটতে থাকায় চিকিৎসকরা তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করেছিলেন। বিশেষভাবে চিকিৎসা চালিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। শরীরে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম অত্যন্ত নিম্নগামী হয়েছিল।

সদা-হাস্যময় পরোপকারী এই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যু সংবাদ জগতে ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশ শোকস্তব্ধ হয়ে ওঠে। শিলচরের উকিলপট্টিতে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে প্রয়াতের মরদেহ নিয়ে আসার পর নিকট-আত্মীয় এবং সংবাদ জগতের কয়েকজন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এর পর রোটারির শকটবাহী গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় শিলচর শ্মশানঘাটে। সেখানে রাত প্রায় আড়াইটা নাগাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয় প্রয়াতের।

জ্যোতিলাল চৌধুরী ছিলেন কাছাড় কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ১৯৬৪ সালের ২ জুলাই ওই কলেজে শিক্ষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ২০০৫ সালের ৩১ জুলাই তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। কাছাড় ক্যানসার হাসপাতালের পরিচালন সমিতির সদস্য ছাড়াও তিনি শিলচর কলেজিয়েট স্কুল এবং ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গুরুচরণ কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন কাজে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। সমাজসেবী হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে শিলচর তথা বরাক উপত্যকায়। শিলচর উকিলপট্টির বাসিন্দা জ্যোতিলাল চৌধুরী রেখে গেছেন অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, শুভানুধ্যায়ী এবং গুণমুগ্ধকে। তাঁর প্রয়াণে গোটা উপত্যকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শিক্ষা ও সংবাদ জগতের বিশিষ্টজনেরা অধ্যাপক চৌধুরীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন।

এদিকে প্রথিতযশা অধ্যাপক তথা সাংবাদিক জ্যোতিলাল চৌধুরীর প্রয়াণে শিলচরের প্রবীণ সাংবাদিক তমোজিৎ ভট্টাচার্য গভীর শোক ব্যক্ত করে বলেন, বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী জ্যোতিলাল স্যার ষাটের দশকে কাছাড় কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। তখনকার সময় কাছাড় কলেজে পাঠরত অনেকেই আজ সমাজে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান সময়ের ওই সব প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ ব্যক্তি জ্যোতিলাল চৌধুরির সরাসরি ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছাত্র হচ্ছেন শঙ্খ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী তথা দৈনিক যুগশঙ্খ-এর চেয়ারম্যান বিজয়কৃষ্ণ নাথ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

তমোজিৎ ভট্টাচার্য আরও জানান, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেই একনিষ্ঠভাবে সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজ গঠনের কাছে ব্রতী হন তিনি। বরাক উপত্যকার সাংবাদিকতায় বিশাল অবদানের পাশাপাশি পুস্তক রচনা ও নিরন্তর ঐতিহাসিক গবেষণামূলক লেখনীতে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন স্যার জ্যোতিলাল। এমন-কি উগ্রপন্থী সমস্যা ও তার সমাধানসূত্র নিয়ে নির্ভিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন স্যার। কাছাড় কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পরবর্তী সময়ে একাধিকবার শিলচরের ঐতিহ্যবাহী গুরুচরণ কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান পদে আসীন ছিলেন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব জ্যোতিলাল চৌধুরী। ছিলেন শিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতিও। তমোজিতবাবু আরও জানান, প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রী জননেতা প্রয়াত মহীতোষ পুরকায়স্থ স্মৃতি রক্ষা কমিটির অন্যতম আহ্বাক ছিলেন জ্যোতিলাল চৌধুরী। গত ২৬ ডিসেম্বর জননেতা মহীতোষ পুরকায়স্থের স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে হাশিখুশি ভবনে বই উন্মোচন অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন অধ্যাপক জ্যোতিলাল।

স্যারের অন্যতম অনুগামী তথা অত্যন্ত স্নেহভাজন সাংবাদিক জয় রায়, মর্মাহত কণ্ঠে জানান, স্যার একাধারে গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক দ্য সেন্টিনাল, দিল্লি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক অর্গানাইজার, পাক্ষিক প্যানোরমা, নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস, এশিয়ান অ্যাজ, স্টেটসম্যান, ফ্রন্টিয়ার সান, ইস্টার্ন ক্রনিকল, সময় প্রবাহ প্রভৃতি কাগজে দক্ষতার সঙ্গে সাংবাদিকতা করেছেন। স্যারের হাত ধরে অনেকেই সাংবাদিকতার পেশায় সফল হয়েছেন। কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা গবেষণার কাজে স্যারের কৃতিত্বের জন্য দিন কয়েক আগে অসম সরকার সাহিত্য পেনশন দিয়ে সম্মানিত করেছিল। তাঁর লেখা অন্যতম বই, "গ্লিম্পসেস অব ব্রিটিশরাজ ইন বরাক ভ্যালি। বরাকের অনেক প্রাচীন তথ্যের সুলুক সন্ধান তিনি দিতে পারতেন। মৃদুভাষী, শৃঙ্খলাপরায়ণ, নিয়মানুবর্তিতার জন্য তিনি পরিচিত মহলে উদাহরণস্বরূপ ছিলেন।

জ্যোতিলাল চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন শিলচর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শংকর দে। শংকর দে বলেন, প্রথিতযশা সাংবাদিক জ্যোতিলাল চৌধুরী ছিলেন সংবাদ জগতের অন্যতম প্রাণপুরুষ। প্রেস ক্লাবের সভাপতি থাকাকালে নিষ্ঠার সঙ্গে যে দায়িত্ব পালন করে গেছেন তা প্রেস ক্লাব কখনও ভুলতে পারবে না। তিনি সর্বদা সত্যের সন্ধানে অন্যায়ে বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থে লড়াই করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এই অঞ্চলের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শংকর দে। সাংবাদিকতার মাধ্যমে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে জ্যোতিলাল স্যারের স্বপ্ন সাকার করতে বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, বলেন শংকর।

বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যোতিলাল চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী, সাংসদ সুস্মিতা দেব, দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গের সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক তৈমুররাজা চৌধুরী, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি বাবুল হোড়, কাটিগড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতি নবেন্দু শেখর নাথ, জ্যোতিলালবাবুর প্রাক্তন ছাত্র সাংবাদিক সমীপকুমার দাস প্রমুখ অসংখ্যজন।

রোগী দেখছেন করোনা আক্রান্ত চিকিৎসক, উত্তেজনা দেগঙ্গায়

বারাসত, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরও রোগীর চিকিৎসা করছেন চিকিৎসক। এমনটাই অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা বিশ্বনাথপুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, শুক্রবার দুপুরে করোনা পজিটিভ হওয়ার রিপোর্ট পেয়েছিলেন চিকিৎসক। তার পরও রাত পর্যন্ত জরুরী বিভাগে রোগী দেখেন বলে দাবি রোগীর পরিবারের সদস্যদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. ধীমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি জানতেন। তিনিই কার্যত চাপ দিয়ে ওই করোনা আক্রান্ত চিকিৎসককে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কাজ করাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা থেকে রোগীর আত্মীয়-স্বজন। হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও। অভিযুক্ত চিকিৎসককে এ প্রসঙ্গ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এবার করোনায় প্রায় সব চিকিৎসক সংক্রমিত হচ্ছেন। আরেকজন ডাক্তারের ব্যবস্থা না করে আমাকে ছুটি দেওয়া যেত না।

নির্ঘন্ট ঘোষণা

● **প্রথম পাতার পর।।** প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, বিজেপির সঙ্গে জোট করবেন। যে পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন হবে, তাদের মধ্যে পঞ্জাব বাদে আর সব জায়গাতেই ক্ষমতায় আছে বিজেপি।

কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যেই এবার ভোট হবে। পাঁচটি রাজ্যে মোট ৬৯০ আসনে ভোটের জন্য কড়া কোভিড বিধি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। পঞ্জাবে ভোট হবে মোট ১১৭ টি আসনে। এদিন থেকেই পাঁচটি রাজ্যে জারি হয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধি।

দেশের পাঁচ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। পাঁচ রাজ্যের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট রাজ্য মণিপুরও রয়েছে। ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী মণিপুরে দুই দফায় যথাক্রমে চলতি বছর ২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ভোট।

উত্তর প্রদেশ সহ পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব কমিশন যথাযথভাবে পালন করবে বলে মনে করেছেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) সভাপতি তথা উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী।

এদিন বিএসপি সভাপতি মায়াবতী বলেন, আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করার প্রবণতা এই নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্ব ও প্রস্তুতির সঙ্গে মোকাবিলা করা উচিত। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানান তিনি।

মায়াবতী বলেন, নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি উতব, যার প্রতি বিশেষত দরিদ্র, শ্রমিক এবং শ্রমজীবী মানুষ খুব উত্তেজিত, যাদের অনুভূতি এবং অধিকার, বিশেষত ভোটের দিন, সর্বদা রক্ষা করতে হবে। নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষা তাদের মৌলিক অধিকারের মতো সংবিধানের অভিপ্রায় অনুযায়ী হলে ভালো হয়।

তিনি আজ থেকে দলীয় শৃঙ্খলার পাশাপাশি প্রযোজ্য আদর্শ আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য বিএসপি-র সকল পদাধিকারী, কর্মী এবং প্রার্থী ইত্যাদিকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষণার পরই সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব বিজেপিকে আক্রমণ বলেন, উত্তরপ্রদেশের মানুষ বিজেপি সরকারকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত। নির্বাচনের তারিখ রাজ্যে বড় পরিবর্তন আনবে। নির্বাচন কমিশনের দেখতে হবে বিজেপির লোকেরা নির্দেশিকা মেনে চলে।

নির্বাচনের ঘোষণার আগে, অখিলেশ যাদব শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, নির্বাচন কমিশন যদি ভার্চুয়াল সমাবেশ করার কথা বলে, তবে আমরা দাবি করব যে কমিশন আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে সহায়তা করে।

প্রসঙ্গত, শনিবার নির্বাচন কমিশন উত্তরপ্রদেশে এবার সাত দফায় ভোট সম্পন্ন হবে করা হবে বলে ঘোষণা করে। প্রথম দফার ভোট ১০ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। ২০ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় দফায় শুধু উত্তরপ্রদেশে ভোট। ২৩ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ দফার ভোট। ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ মণিপুরে ভোট। ৭ মার্চ সপ্তম দফায় ভোট উত্তরপ্রদেশে। ১০ মার্চ পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফল ঘোষণা।

অমৃতসর-মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির সহ তীর্থস্থান দর্শনে শিলচর থেকে বিশেষ পর্যটক ট্রেন ৪ মার্চ

শিলচর (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অমৃতসর হয়ে মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির সহ বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শনে ১১ দিনের যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ পর্যটক ট্রেন শিলচর থেকে যাত্রা করবে আগামী ৪ মার্চ। আইআরসিটিসি-র সিনিয়র এগজিকিউটিভ ট্যুরিজম বিশ্বরঞ্জন সাহা ও ট্যুরিজম এগজিকিউটিভ বিশ্বজিৎ দাস আজ শিলচর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন।

তাঁরা জানান, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড (আইআরসিটিসি) ভারতীয় রেলওয়ের একটি বর্ধিত শাখা রেল পরিষেবায় বিশেষভাবে পেশাদার পর্যটন এবং আতিথেয়তা পরিষেবা নিয়ে কাজ করছে। বিশেষ করে তীর্থযাত্রীদের জন্য শিলচর থেকে শুরু করে অমৃতসর সহ মাতা বৈষ্ণোদেবী দর্শনের জন্য একটি বিশেষ তীর্থযাত্রী পর্যটক ট্রেন পরিচালনা করবে আরআরসিটিসি। তাঁরা জানান, বিশেষ এই ট্রেনে স্লিপার কোচের পাশাপাশি যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ত্রি-টায়ার এসি কোচও উপলব্ধ থাকবে। এটি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের প্রথম পিলগ্রিম স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন পরিষেবা। পিলগ্রিম স্পেশাল ট্যুরিস্ট এই ট্রেনটি শিলচর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৪ মার্চ যাত্রা করবে। অমৃতসরের পাশাপাশি মাতা বৈষ্ণোদেবীর ঐশ্বরিক গন্তব্যের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এতদঞ্চলের তীর্থ যাত্রীদের জন্য আইআরসিটিসি-র এটি তৃতীয় উদ্যোগ।

বিশ্বরঞ্জন ও বিশ্বজিৎ আরও জানান, এর আগে দুবার আগরতলা এবং লামডিং থেকে বোর্ডিং হয়েছিল। এবার শিলচর থেকে যাত্রা শুরু করে বদরপুর, গুয়াহাটি, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার জংশন হয়ে অমৃতসর ও মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির পর্যন্ত যাওয়া ও তীর্থস্থান দর্শন শেষে ফেরত আসায় সময় লাগবে ১১ দিন ১০ রাত। স্বর্ণমন্দির, জালিয়ানওয়ালাবাগ সহ মাতা বৈষ্ণোদেবীর ঐশ্বরিক মন্দির পরিদর্শনের পাশাপাশি বিখ্যাত ওয়াঘা সীমান্তে বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো হবে তীর্থযাত্রীদের।

ওই সব যাবতীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে যাত্রীদের স্লিপার ক্লাসে এককালীন ১০,৩৯৫ টাকা এবং এসি ত্রি-টায়ারে সর্বমোট ১৭,৩২৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে। তীর্থ যাত্রার এই বিশেষ ট্রেনে পাঁচটি স্লিপার কোচ, পাঁচটি এসি কোচ, একটি পেন্টি কার, দুটি এসএলআর কোচ থাকবে। ভ্রমণকালে কোনও যাত্রীর করোনা লক্ষণ দেখা দিলে কোভিড প্রটোকল মেনে সংশ্লিষ্টদের আইসোলেশনে রাখার জন্য একটি কোচ সম্পূর্ণভাবে খালি থাকবে। যাত্রীদের স্বাস্থ্যের দেখভাল প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা ও রক্ষণাবেক্ষণে ট্রেনে থাকবে প্যারা মেডিকেল টিম।

এছাড়া যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য প্রতিটি বগিতে থাকবে নিরাপত্তারক্ষী। এই ট্রেনে মোট ৭০০ যাত্রীর ক্যাপাসিটি থাকলেও কোভিড প্রটোকলের জন্য সর্বাধিক ৬০০ জন তীর্থযাত্রী যাতায়াত করবনে।

বিশেষ এই ট্যুরিস্ট ট্রেনের টিকিটের অনলাইন বুকিং ন্দ্রন্দ্রন্দ্রহন্তঠন্তঠন্দ্রন্ড্ডন্দ.ত্বদ্রদ্ব ওয়েবসাইটে করা যাবে। আইআরসিটিসি টিকিট এজেন্টদের কাছ থেকেও টিকিট বুক করা যাবে। এক্ষেত্রে কোনও রকমের অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না। বুকিং ও টিকিট ক্রয় সহ তীর্থ যাত্রায় যে কোনও সমস্যা সমাধানে হেল্পলাইন নাম্বার হচ্ছে ৮৬৩৮৫০৭৫৯২। এই নম্বরে ম্যাসেজ, হোয়াটসঅ্যাপ করার সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তাঁরা। তাছাড়া জানান, অতিমারি কোভিডের দরুন যথাসময়ে অনুষ্ঠান বাতিল হলে সম্পূর্ণ টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে। করোনা অতিমারির জন্য সরকারি নিমানুসারে প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন গ্রহণের সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী দফায় দফায় কোভিড পরীক্ষা নিরীক্ষায় হয়রান হতে হবে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে সিনিয়র এগজিকিউটিভ ট্যুরিজম বিশ্বরঞ্জন সাহা ও ট্যুরিজম এগজিকিউটিভ বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে ছিলেন অরিন্দম দে, ডিম্পল গগৈ, ইয়াসিন মজুমদার সহ অন্যরা।

হিন্দুস্থান সমাচার / বিশু / সমীপ

জলপাইগুড়িতে মন্দির প্রাঙ্গনেই করোনা পরীক্ষাকেন্দ্র

জলপাইগুড়

মাত্র ৪৩ রানেই ৫ উইকেট হারানোর পরও ২২৮ রান করে অবিশ্বাস্য জয়, ম্যাচে রেকর্ডের ছড়াছড়ি

ওয়েলিংটন, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অবিশ্বাস্য জয় বললে মোটেও ভুল বলা হয় না। টি-২০ ক্রিকেটে প্রতিপক্ষের ২২৭ রান তাড়া করতে নেমে ৪৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসলে কোনও দলের পক্ষে জয়ের স্বপ্ন দেখা বাড়াবাড়ি বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে কার্যত সেই অসম্ভব কাজটাকেই সম্ভব করে দেখায় ওয়েলিংটন। ক্যাপ্টেন মাইকেল ব্রেসওয়েল স্বপ্নের ইনিংস খেলে একাই ম্যাচ জেতালেন দলকে।সেই সঙ্গে রেকর্ডের ছড়াছড়ি। শুধু নিউজিল্যান্ডের
ঘরোয়া টি-২০ ক্রিকেটে একাধিক রেকর্ডের ভাঙা-গড়া দেখা গেল এমনটাই নয়, বরং টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকালীন কিছু নজিরও গড়া হয় এই ম্যাচে। সুপার স্ম্যাশে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের ২২৭ রান তাড়া করতে নেমে ওয়েলিংটন একসময় ৫ ওভারে মাত্র ৪৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসেছিল। সেখান থেকে ক্যাপ্টেন মাইকেল ব্রেসওয়েলের ৬৫ বলে ১৪১ রানের অপরাজিত ইনিংসে ভর করে ম্যাচ জেতে ওয়েলিংটন। ১ বল বাকি থাকতে ২ উইকেটের উত্তেজক জয় ছিনিয়ে নেয় তারা। এই ম্যাচেই হল একের পর এক রেকর্ড।
প্রথমত, নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের নজির গড়লেন ব্রেসওয়েল (অপরাজিত ১৪১)।
দ্বিতীয়ত, ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মিলিয়ে টি-২০ ফর্ম্যাটে রান তাড়া করে জেতা ম্যাচে কোনও ক্যাপ্টেনের এটাই সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। এক্ষেত্রে ব্রেসওয়েল ভেঙে দেন বাবর আজমের রেকর্ড। ২০২১ সালে বাবর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১২২ রান করেছিলেন। সেই ম্যাচে রান তাড়া করে পাকিস্তান জয় তুলে নেয়।
তৃতীয়ত, ম্যাচের উইনিং শট নেওয়া কোনও ব্যাটসম্যানের
এটাই সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। ব্রেসওয়েল এই নিরিখে পিছনে ফেলে দেন মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে। গত সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ১৩৭ রান করে অপরাজিত থাকেন কেরলের আজহারউদ্দিন। তিনি ম্যাচের উইনিং শটটি নিয়েছিলেন।
চতুর্থত, কোনও টি-২০ ইনিংসে ৫ উইকেট হারানোর পর সব থেকে বেশি রান যোগ করার দলগত রেকর্ড গড়ে ওয়েলিংটন। তারা একসময় ৪৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়েছিল। তার পরে ম্যাচে তারা যোগ করে আরও ১৮৫ রান। ২০১৮ সালে টিকেআরের বিরুদ্ধে জামাইকা তালাওয়াজ ৫ উইকেট হারানোর পর ১৮৪ রান যোগ করেছিল।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অবশেষে জামিন পেলেন ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত ম্যান সিটির ফুটবলার বেঞ্জামিন

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): কঠিন শর্তে আপাতত জামিন পেলেন ফরাসি বিশ্বকাপজয়ী তারকা ফুটবলার বেঞ্জামিন মেন্ডি। দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ তাঁর কেসের পরবর্তী শুনানি।
ফ্রান্সের ক্লাব মোনাকো থেকে প্রিমিয়র লিগের ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে আসার পরেই জীবনটা কার্যত বদলে যায় ফরাসি বিশ্বকাপজয়ী তারকা ফুটবলার বেঞ্জামিন মেন্ডির। তাঁর বিরুদ্ধে পাঁচজন মহিলা বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং যৌন অত্যাচারের অভিযোগ এনেছিলেন। সেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার ফলে ২০২১ সালের ২৬ শে আগস্ট জেলে যেতে হয়েছিল মেন্ডিকে। অবশেষে কিছুটা স্বস্তির খবর শোনাল ব্রিটেনের কোর্ট। আপাতত জামিন পেলেন বেঞ্জামিন। ব্রিটেনের উত্তর-পূর্বের একটি কোর্টের তরফে সাতটি ধারাতে অভিযুক্ত মেন্ডির জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। চেস্টার ক্রাউন কোর্টের বিচারক প্যাট্রিক থম্পসন একাধিক কঠিন শর্তের বিনিময়ে মেন্ডির জামিন মঞ্জুর করেছেন। ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ তাঁর কেসের পরবর্তী শুনানি।
প্রসঙ্গত ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ জয়ী ফরাসি দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার ছিলেন মেন্ডি। ২০১৯ সালে ৫২ মিলিয়ন ইউরোতে তিনি নাম লিখিয়েছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে। সিটির হয়ে ৭৫ টি, দেশের হয়ে ১০টি ম্যাচে খেলেছেন মেন্ডি। আপাতত মেন্ডি নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সিটি তাঁর খেলাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

মেক্সিকান-বসনিয়ান জুটিকে হারিয়ে এটিপি মেন্স প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোপান্না-রামানাথান জুটি

অ্যাডিলেড, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : সেমিফাইনালে বসনিয়ান- মেক্সিকান প্রতিপক্ষকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে অ্যাডিলেড ইন্টারন্যাশনাল ১ ২৫০ এটিপি মেন্স প্রতিযোগিতার ফাইনালে পৌঁছে গেল প্রথমবার জুটি বাঁধা দুই ভারতীয় রোহন বোপান্না এবং রামকুমার রামানাথান। খেলার ফল ভারতীয় জুটির পক্ষে ৬-২,৬-৪। ভারতীয় জুটির আক্রমণাত্মক খেলার বিরুদ্ধে যেন কোন উত্তর মজুত ছিল না স্যান্টিয়াগো গঞ্জালেস এবং টমিস্লাভ বারকিচ জুটির।
ফাইনালে বোপান্নারা মুখোমুখি হবেন ক্রোয়েশিয়ার ইভান ডডিচ এবং ব্রাজিলিয়ান মার্সেলো মেলো জুটির। উল্লেখ্য এর আগে একটা সময় ৪১ বছর বয়সী বোপান্নার ডাবলস পার্টনার ছিলেন ডডিচ। গত সেপ্টেম্বরে ও তারা জুটি বেঁধে ইউএস ওপেনে খেলেছেন। তৃতীয় রাউন্ডেই সেবার বোপান্না-ডডিচ জুটির অভিযান শেষ হয়ে গিয়েছিল।
প্রসঙ্গত সেমিফাইনালের আগে কোয়ার্টার ফাইনালে বোপান্নারা মুখোমুখি হয়েছিলেন বেঞ্জামিন বোঞ্জি এবং হুগো নিস জুটির বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেও কার্যত একপেশে ম্যাচে বিপক্ষকে উড়িয়ে দেন বোপান্নারা। অ্যাডিলেড ইন্টারন্যাশনাল ১ এটিপি ২৫০ মেন্স টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচের ফল বোপান্নাদের পক্ষে ছিল ৬-১,৬-৩। হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

ইন্ডিয়া মহারাজার দলে নয়া অন্তর্ভুক্তি মহম্মদ কাইফ, স্টুয়ার্ট বিনি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): আসন্ন লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটের ইন্ডিয়া মহারাজা দলে খেলবেন ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের নায়ক মহম্মদ কাইফ এবং ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার স্টুয়ার্ট বিনি। আগেই জানানো হয়েছিল ইন্ডিয়া মহারাজা দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র সেহওয়াগদের মতন কিংবদন্তিদের। সেই দলেই যোগ দিলেন ভারতের এই দুই প্রাক্তন নায়কও।
জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখ থেকে ওমানের মাস্কাটের আল আমিরাত স্টেডিয়ামে বসবে লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটের প্রথম সংস্করণের আসর। ক্রিকেট থেকে অবসরের পরে ফের একবার ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তিদের দেখা যাবে ২২ গজে। ওমানের আল আমিরাত স্টেডিয়ামে লেজেন্ডস লিগ খেলবে তিনটি দল। ভারত, এশিয়া এবং অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ।এই তিনটি দলের লড়াইয়ের সাক্ষী থাকবে ক্রিকেট বিশ্ব।
উল্লেখ্য খেলা ছাড়ার পরে কাইফ বর্তমানে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করছেন। আইপিএলের ফ্রাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচিং স্টাফ হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। ইন্ডিয়া মহারাজা দলে রয়েছেন ইরফান পাঠান, ইউসুফ পাঠান, আরপি সিং, প্রজ্ঞান ওঝা, নয়ন মোঙ্গিয়া, এস বদ্রিনাথ, মনপ্রীত গনি, হেমাঙ্গ বাদানি, বেনুগোপাল রাও, মুনাফ প্যাটেল এবং অমিত ভান্ডারি। এই লিগের কমিশনারের দায়িত্বে আছেন সদ্য ভারতীয় সিনিয়র ক্রিকেট দলের কোচের পদ থেকে ছেড়ে আসা রবি শাস্ত্রী। হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

লিজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন ঝুলন গোস্বামী

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ঝুলন গোস্বামীর মুকুটে নতুন পালক। লিজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে এবার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন ঝুলন গোস্বামী। স্বাভাবিক ভাবেই এই সম্মান পেয়ে গর্বিত ঝুলন।
২০ জানুয়ারি থেকে ওমানে বসতে চলেছে লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটের আসর। এই লিগে খেলবে তিনটি দল। মজার বিষয় হল, এই লিগটির প্রত্যেকটি ম্যাচই এ বার পরিচালনা করবেন মহিলা ম্যাচ অফিশিয়ালরা। আয়োজকদের অভিনব এই উদ্যোগ ক্রিকেট দুনিয়ায় সাড়া ফেলবে এমনটাই মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। এমন কী এ বার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও মহিলা ক্রিকেটারকে বেছে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এই প্রথম বার মহিলা ম্যাচ অফিশিয়ালদের দ্বারা পরিচালিত হতে চলেছে পুরুষদের সম্পূর্ণ ক্রিকেট লিগ।
লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে যুক্ত হয়ে ভারতের তারকা পেসার ঝুলন গোস্বামী বলেছেন, 'দারুণ উদ্যোগ এটা। এমন একটা উদ্যোগের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি ভীষণ খুশি ও গর্বিত। ক্রিকেটের কিংবদন্তিরা বাইশ গজে প্রত্যাবর্তন করবেন, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁদের খেলা দেখার জন্য আমি মুখিয়ে রয়েছি। মহিলা ম্যাচ অফিশিয়ালদের জন্যও শুভ কামনা রইল। আমি জানি ওনারা এখানে দারুণ কাজ করবেন। ক্রিকেটেরর জন্য এই উদ্যোগ ঐতিহাসিক হতে চলেছে।'
উল্লেখ্য, গত বছর লেজেন্ড ক্রিকেট লিগে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন।

রোনাল্ডো-নেইমারদের পিছনে ফেলে ফিফার বর্ষসেরা হওয়ার দৌড়ে মেসি-লেওয়ানডোস্কি-সালাহ

জুরিখ, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের দৌড়ে নেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, নেইমার। তবে ব্যালন ডি'অর জয়ী লিওনেল মেসি কিন্তু বর্ষসেরা হওয়ার দৌড়ে জায়গা করে নিয়েছেন। মেসির সঙ্গে জায়গা পেয়েছেন বায়ার্ন মিউনিখের রবার্ট লেওয়ানডোস্কি এবং লিভারপুলের মহম্মদ সালাহ।
২০২১ সালের 'দ্য বেস্ট ফিফা মেন্স প্লেয়ার' নির্বাচনে গত ২২ নভেম্বর ১১ জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল ফিফা। ২০২০ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের ৭ আগস্ট পর্যন্ত যে সময়কাল, সেই সময়ের পারফরম্যান্সের বিচারে ফিফার একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল তালিকাটি তৈরি করেছিল। শুক্রবার সেটিই তিন জনে নামিয়ে এনেছে ফিফা। এই তিনজনের তালিকায় নেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও নেইমার। কারন ২০২১ সালটা একেবারেই ভালো যায়নি এই দুই তারকার। নিজেদের সেরা ফর্মের ধারেকাছেও ছিলেন না দুই ফুটবলার। ফলস্বরূপ ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের দৌড়েই জায়গা পেলেন না তাঁরা।
মেসির বিদায়ী মরশুমটা বার্সেলোনার তেমন ভালো না কাটলেও, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে আর্জেন্তিনার ফুটবলার ছিলেন উজ্জ্বল। লা লিগায় সর্বোচ্চ ৩০ গোল করে রেকর্ড অষ্টম বারের মতো জেতেন পিচিচি ট্রফি। কোপা দেল রে-র ফাইনালে অ্যাটলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৪-০ ব্যবধানে জয়ে জোড়া গোল করেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে গত জুলাইয়ে ব্রাজিলকে তাদের মাঠেই হারিয়ে আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা জয়ে নেতৃত্ব দেন তিনি। আন্তর্জাতিক
ফুটবলে দেশের ২৮ বছরের শিরোপার খরা কাটান। সেই কোপাতে চারটি গোল করার পাশাপাশি পাঁচটি গোলের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।নেইমারের সঙ্গে যৌথ ভাবে সেরা ফুটবলারও নির্বাচিত হন ৩৪ বছর বয়সী তারকা। গত বারের ফিফা বর্ষসেরা লেওয়ানডোস্কির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে গত মরশুমে বুন্দেশ লিগা জয়ের পথে এক আসরে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েন এই পোলিশ স্ট্রাইকার। অন্যদিকে মেয়েদের বর্ষসেরার লড়াইয়ে তিন জনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় রয়েছেন বার্সেলোনার হয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা জয়ী দুই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার জেনিফার এরমোসো ও অ্যালেক্সিয়া পুতেলাস এবং চেলসির হয়ে সুপার লিগ ও লিগ কাপ জয়ী অস্ট্রেলিয়ান ফরোয়ার্ড সামান্তা কার। ১৭ জানুয়ারি 'দা বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে দুই বিভাগেই বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করোনায় আক্রান্ত ফুটবলা, স্থগিত এটিকে মোহনবাগান বনাম ওডিশা এফসির ম্যাচ

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): করোনা আক্রান্ত এটিকে মোহনবাগানের এক ফুটবলার। যার জেরে শনিবার এটিকে মোহনবাগান বনাম ওডিশা এফসির ম্যাচ স্থগিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল আইএসএল কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী সময়ে নতুন করে এই ম্যাচের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে বলে জানানো হয়েছে আয়োজকদের তরফে।
গতবছর গোটা টুর্নামেন্টটাই হয়েছিল করোনা আবহে। এবছর আইএসএল যখন শুরু হয় তখন করোনার এত প্রকোপ না থাকলেও সতর্কতায় খামতি রাখেনি আয়োজকরা। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গোটা টুর্নামেন্টটিই আয়োজন করা হচ্ছে গোয়ায়। ফুটবলার থেকে সাপোর্ট স্টাফ, সবাইকেই রাখা হচ্ছে জৈব বলয়ে। টুর্নামেন্টের অনেক আগে থেকেই সবাইকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। মাঝপথে কোনও ফুটবলার বা কোচ কোনও দলে যোগ দিলে তাঁকেও থাকতে হচ্ছে কোয়ারেন্টাইনে। কিন্তু এতকিছু করেও করোনার ছায়া এড়ানও গেল না আইএসএলে।
শনিবার আইএসএলের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানও হয়েছে, এটিকে মোহনবাগানের এক ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হওয়ায় ওডিশা এফসি এবং এটিকে মোহনবাগানের মধ্যেকার ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লিগের মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত। আইএসএল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, আগামী দিনে ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে আলোচনা করে সবরকম ব্যবস্থা তারা করবে। যদিও এটিকে মোহনবাগানের কোন ফুটবলার আক্রান্ত হয়েছেন, সেটা স্পষ্ট জানায়নি আইএসএল কর্তৃপক্ষ। আপাতত পিছিয়ে গেলেও ওডিশা ম্যাচ বাতিল হচ্ছে না। পরে ক্রীড়াসুচির কোনও এক ফাঁকে ম্যাচটি আয়োজন করতে চায় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মুশকিল হল, আইএসএলের ক্রীড়াসুচি এমনিতেই ঘিঞ্জি। তার উপরে যদি এই ম্যাচ নতুন করে খেলাতে হয়, তাহলে চাপ আরও বাড়বে দলগুলির উপর।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কোচ পেপকে ছাড়াই এফএ কাপের ম্যাচে দাপুটে জয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচের অনুপস্থিতি কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পারফরম্যান্সে। ৪-১ গোলে সুইনডনকে হারিয়ে সিটি পৌঁছে গেল এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে।
বর্তমান সময়ের সেরা কোচেদের মধ্যে অন্যতম পেপ গুয়ার্দিওলা, যুর্গেন ক্লপরা কোভিড পজিটিভ হয়ে রয়েছেন আইসোলেশনে। ফলে চেলসির বিপক্ষে প্রিমিয়র লিগ ম্যাচে লিভারপুলের বেঞ্চে ছিলেন না ক্লপ। এবার করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় কোচ পেপকে ছাড়াই এফএ কাপের ম্যাচে খেলতে নেমেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তাদের প্রতিপক্ষ ছিল সুইনডন টাউন। তবে কোচের অনুপস্থিতি কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি সিটির পারফরম্যান্সে। ৪-১ গোলে সুইনডনকে হারিয়ে সিটি পৌঁছে গেল এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে। গোল করেছেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার বার্নার্দো সিলভা, ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল জেসুস, জার্মান মিডফিল্ডার গুনদোয়ান ও ইংলিশ স্ট্রাইকার কোল পালমার। ইংল্যান্ডের চতুর্থ বিভাগে খেলা সুইনডনের বিপক্ষে নেমেছিলেন সিটির হয়ে মূল একাদশে নিয়মিত খেলা কেভিন ডি ব্রুইন, সিলভা, গুনদোয়ান, জোয়াও ক্যানসেলো, রুবেন দিয়াস, রদ্রি ও কাইল ওয়াকাররা।
সিটির সহকারী ম্যানেজার বোরেলের প্রশিক্ষণে এদিন খেলে দল। ১৪ মিনিটেই সিটিকে এগিয়ে দেন সিলভা। ২৮ মিনিটে ডি ব্রুইনার পাস থেকে দলের দ্বিতীয় গোল করেন জেসুস। ২-০ স্কোরলাইনেই বিরতিতে যায় দুই দল। ৫৯ মিনিটে দলের তৃতীয় গোল করেন গুনদোয়ান। এর কিছুক্ষণ পরে সিটি পেনাল্টি পায়। তবে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন জেসুস। ৮২ মিনিটে পালমারের গোলে ৪-০ ফলে এগিয়ে যায় সিটি। সুইনডনের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড হ্যারি ম্যাকির্ডি।

Azadi Ka Amrit Mahotsav
ত্রিপুরা সরকার
সুলতান শাহ্ দরগা
সংহতি মেলা ২০২১-২২
৯-১১ জানুয়ারি, ২০২২ইং
সুলতান শাহ্ দরগা, আনন্দনগর, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা
উদ্যোক্তা ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতি
শুভ উদ্বোধন ঃ ৯ জানুয়ারি, ২০২২ সন্ধ্যা ৫ টা
উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ঃ শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার।
বিশেষ অতিথি ঃ শ্রী রামপ্রসাদ পাল, মাননীয় মন্ত্রী, সমবায় দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
সম্মানিত অতিথি ঃ শ্রী রতন বিশ্বাস, অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
সকলের সাদর আমন্ত্রণ।
ধন্যবাদান্তে
অজয় কুমার দাস
আহ্বায়ক,
সুলতান শাহ্ দরগা সংহতি মেলা কমিটি
(চেয়ারম্যান, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতি)
ICA-D-1613/2021-22

রেলপথে জুড়ল ত্রিপুরা ও মণিপুর, আগরতলা জিরিবাম জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের হল সূচনা

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : রেলপথে ত্রিপুরা ও মণিপুর আজ জুড়ে গেল। আজ দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সে আগরতলা-জিরিবাম জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের সূচনা করেন রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তাতে, তিনটি রাজ্যের সরাসরি সংযোগ স্থাপন হয়েছে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দারুন উপকৃত হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

আজ রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রেলওয়ে বোর্ড থেকে ভিডিও কনফারেন্সে অসম হয়ে ত্রিপুরার সাথে মণিপুর সংযোগী প্রথম জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ করেন। একই সঙ্গে আগরতলা ও জিরিবাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেন নং ০২০১৭/০২০১৮ আগরতলা -জিরিবাম-আগরতলা জনশতাব্দী স্পেশাল ট্রেনের যাত্রার সূচনা করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক, পর্যটন ও উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি. কিষান রেড্ডি, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এছাড়া ছিলেন বিদেশ বিষয়ক শিক্ষা বিভাগের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড় রাজকুমার রঞ্জন সিং, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মণিপুরের পরিবহণ মন্ত্রী ভাংজাগিল ভাল্টে, ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই পরিষেবা দুটি রাজ্যের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করল। অতিরিক্তভাবে আগরতলা থেকে জিরিবাম পর্যন্ত আপ ও ডাউন উভয় পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়েছে।

রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও ভি.কে. ত্রিপাঠী সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাগতম জানিয়ে নতুন এই ট্রেন পরিষেবা চালু করা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এই ট্রেন পরিষেবার ফলে আগরতলা থেকে শিলচর (নিকটবর্তী অরুণাচল স্টেশন) ও জিরিবাম যাত্রার সময়সীমা হ্রাস হবে। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং ভাষণে ইম্ফল-মোরে সেকশনের নতুন রেল লাইন প্রকল্পের অনুমোদন লাভ করার জন্য রেলমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উভয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা আরও বলেন, এই ট্রেন পরিষেবা আরম্ভ হওয়ার পর দুই রাজ্যের পুরনো সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

সাংস্কৃতিক, পর্যটন ও উত্তর পূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি. কিষান রেড্ডি বলেন, বহু প্রতিক্ষিত এই ট্রেন পরিষেবা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য ও পর্যটনকে আরও বেশি উৎসাহ প্রদান করবে। এছাড়াও তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য "হীরা" মডেল (এইচ দিয়ে হাইওয়ে, আই দিয়ে ইন্টারনেট, আর দিয়ে রেলওয়ে এবং এ দিয়ে এয়ারওয়েজ) নিয়ে কাজ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এদিন রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এই ট্রেন দুটি রাজ্যের সংস্কৃতিকে সংযুক্ত করবে। ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইম্ফল-মোরে সেকশনটি কৌশলগতভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন হয়ে উঠবে। আগরতলা-আখাউরা রেল প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করা হবে বলেও উল্লেখ করেন রেলমন্ত্রী।

অসমের অরুণাচল স্টেশন (শিলচর) হয়ে মণিপুর থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত প্রথম জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটি শিলচর, বদরপুর, নিউ করিমগঞ্জ, ধর্মনগর ও আমবাসার পাশাপাশি জিরিবাম থেকে আগরতলা পর্যন্ত দুটি টার্মিনাল স্টেশনের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক শহরকে সংযুক্ত করবে। স্থল পথ দিয়ে প্রায় ১২ ঘণ্টার যাত্রার পরিবর্তে ৩০০ কিলোমিটার দূরত্বের এই পথ ট্রেনের দ্বারা যাত্রা করলে অর্ধেক সময় তথা প্রায় ০৬ ঘণ্টায় অতিক্রম করা যাবে। ত্রি-সাপ্তাহিক ১২০১৭/১২০৯৮ নং আগরতলা-জিরিবাম-আগরতলা জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটির পরিষেবা সোম, বুধ ও শুক্রবার নির্ধারিত করা হয়েছে যা ১০ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে সকাল ৬টায় রওনা দিবে এবং জিরিবামে দুপুর ১২টায় পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময়ে ট্রেনটি জিরিবাম থেকে বিকেল ৪টায় রওনা দেবে ও আগরতলায় পৌঁছাবে রাত ১০টায়।

এই ট্রেনর্টির পরিষেবা তিনটি রাজ্য সহ এই সময় অঞ্চলে বাণিজ্য, পর্যটন ও পরিবহণ খণ্ডকে প্রেরণা যোগাবে। বর্তমানে মণিপুর ও ত্রিপুরার মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ ট্রেন নেই এবং আগরতলা ও শিলচরের মধ্য শুধুমাত্র একটিই ট্রেন সকালে চলাচল করছে। তবে এই জনশতাব্দী ট্রেনটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য ত্রিপুরায় যেতে মণিপুরের মানুষকে প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রদান করবে এবং পাশাপাশি ত্রিপুরার মানুষও বাণিজ্য, পর্যটন ইত্যাদির জন্য মণিপুর পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করবেন। যার ফলে এই অঞ্চলটির সামগ্রিক অর্থনীতিরও উন্নতি ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সামনের সারির যোদ্ধার ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব : সুশান্ত

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সামনের সারির যোদ্ধার ভূমিকা ছিল অভূতপূর্ব, ত্রিপুরার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এভাবেই তাঁদের প্রসংশা করলেন। প্রসঙ্গত, প্রসূতি মায়েদের চিকিতসার জন্য আজ শনিবার দুপুরে রানীরবাজার হাসপাতালে নবনির্মিত লেবার রুম এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এই নবনির্মিত ভবনটি ভারত সরকারের "লেবার রুম কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইনিশিয়েটিভ" বা লক্ষ্য প্রকল্পের অঙ্গ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' এর সমস্ত গাইডলাইন মেনে প্রসূতি মায়েদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এই নতুন ভবনটি অর্থাৎ যার নাম দেওয়া হয়েছে 'লেবার রুম' সেখানে প্রসূতিকে প্রসবকালীন মানসিক শক্তি ও ভরসা জোগাতে সফল হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ইতিমধ্যেই লেবার রুমে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফেরানোর জন্য চিকিৎসক ও নার্সদের বেশ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকর্মীরা যে সামনের সারির যোদ্ধার ভূমিকা নিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। তাদের সকলের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।

আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য্য, রানীরবাজার পুর-পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্না শুক্ল দাস,ভাইস-চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

জোর কদমে চলছে ১৫ থেকে ১৮ বছরের ছেলে মেয়েদের টিকাকরণ, এখন পর্যন্ত টিকা নিল ৭০৮৮৯ জন

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি : সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে তেশরা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের কোভিড টিকা প্রদান। এখন পর্যন্ত ওই বয়সের ৭০৮৮৯ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দ্রুতগতিতে চলছে রাজ্যে স্কুলে স্কুলে এবং বিভিন্ন হেল্প সেন্টার এ ভ্যকসিন প্রদান এর কাজ। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজ ৮ই জানুয়ারি শনিবার ধর্মনগর নর্থ পয়েন্ট টুয়েল ক্লাস স্কুলেও অনুষ্ঠিত হয়েছে ভ্যাকসিন প্রদান। সকাল ১০টা থেকে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসবের মেজাজে ভ্যাকসিন নিতে স্কুলে আসে।

উল্লেখ্য ধর্মনগর নর্থ পয়েন্ট দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল উত্তর জেলার একটি স্বনামধন্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সকাল থেকেই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যেককে সুন্দর এবং সুস্থভাবে ভ্যাকসিন ব্যবস্থা করেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।

হোটেলে পুলিশের অভিযানে দুই জোড়া যুবক-যুবতী আটক

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি : রাজধানী আগরতলা শহরের কাঁসারি পট্টির একটি হোটেল থেকে দুই জোড়া যুবক-যুবতীকে অসংলগ্ন অবস্থায় আটক করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। জানা গেছে, কাঁসারি পট্টির ওই হোটেলে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে যুবক-যুবতীদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছিল। শুধু রাত কাটানো নয়, দিনের বেলাও অর্থের বিনিময়ে হোটেলের রুমে সময় কাটানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল। এলাকাবাসীর তরফ থেকে বিষয়টি বহুবার পুলিশকে জানানো হয়েছে।

অবশেষে চাপের মুখে বাধ্য হয়ে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ গত রাতে কাঁসারি পট্টির ওই হোটেলে হানা দেয়। হানা দিয়ে যথারীতি দুই জোড়া যুবক-যুবতীকে অসংলগ্ন অবস্থায় হোটেলের রুম থেকে আটক করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজধানী আগরতলা শহরে বেশ কিছু হোটেল গড়ে উঠেছে। ওইসব হোটেলে বেআইনিভাবে যুবক-যুবতীদের রাত কাটানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ নিয়মিতভাবে হোটেলগুলোতে তল্লাশি চালাচ্ছে না এবং নথিপত্র যাচাই করছে না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাংশের হোটেল মালিক অবৈধভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে নানা অঘটন ঘটে চলেছে। রাজধানীর আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা ওইসব হোটেল গুলোতে নিয়মিত তল্লাশি চালানোর জন্য সাধারণ মানুষের তরফ থেকে দাবি উঠেছে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক জ্যোতিলাল চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক কাছাড় জেলা প্রশাসনের

শিলচর (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশিষ্ট সাংবাদিক, গবেষক, লেখক, রাজ্য সরকারের সাহিত্যিক পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক জ্যোতিলাল চৌধুরীর আকস্মিক প্রয়াণে কাছাড়ের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এক শোকবার্তায় প্রয়াত চৌধুরীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন। জেলাশাসক প্রয়াত চৌধুরীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

এদিকে জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকেও প্রয়াত জ্যোতিলাল চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। জনসংযোগের ভারপ্রাপ্ত উপ-অধিকর্তা সাজ্জাদুল হক চৌধুরী প্রয়াত চৌধুরীর আকস্মিকভাবে চলে যাওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনিও অধ্যাপক চৌধুরীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

কল্যাণপুর নিগমের কার্যালয় থেকে তিনটি ট্রান্সফরমার চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৮ জানুয়ারি : সরকারী অফিস থেকে রহস্যজনকভাবে চুরি তাও আবার খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়কের পাস থেকে। কল্যাণপুর বিদ্যুৎ নিগমে এই চুরির ঘটনা ধরা পরে শুক্রবার সকালে। দেখা যায় তিনটি পরিবাহী ট্রান্সফরমার উধাও। কিছু সচল এবং বিকল ট্রান্সফর্মার সব সময় অফিসের বাইরে একটি জায়গাতেই থাকে। যাতে করে সহজে কাজ করা যায়। এর পরেই নিগম কতৃপক্ষের টনক নড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হল এইভাবে সড়কের পাশে কল্যাণপুর শহর এলাকায় কিভাবে চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো। কল্যাণপুরে বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা সংঘটিত হলেও পুলিশ কোনো ঘটনায় তদন্ত করে আসল রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি বলে মানুষের দাবি। এদিকে কল্যাণপুর বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার নিহার রঞ্জন দাস ঘটনার তদন্তে পুলিশের দ্বারস্থ হন। দায়ের করা হয় একটি এফ আই আর। জানা গেছে তিনটি ট্রান্সফরমার এর মধ্যে দুইটি ১৬ কেভিএ ক্ষমতার ও একটি ১০ কেভিএ। প্রধান রাস্তার পাস থেকে সরকারী অফিসে কি করে এমন চুরির ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ভারী ওজনের ট্রান্সফরমার এমন নয় যে বললেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর সম্ভব। সব মিলিয়ে জনমনে ব্যাপক গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।

তুষারপাতে আমেরিকার জনজীবন বিপর্যস্ত

নিউইয়র্ক, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): চলতি বছরের প্রথম তুষারপাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজীবন। নিউইয়র্কসহ পার্শবর্তী বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে ১০-১২ ইঞ্চির বেশি বরফের স্তরে ঢেকে যায় রাস্তাঘাট। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা প্রবাহিত হওয়ায় মানুষের স্বভাবিক চলাচলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেস জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া তুষারপাত চলে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত। দশ ঘণ্টার লাগাতার তুষারপাতে ইতিমধ্যে অন্তত শতাধিক সড়ক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। রাস্তায় যানবাহন আটকে আছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস বন্ধসহ বহু ফ্লাইটের সময়সূচি বাতিল করা হয়েছে। চলতি বছরে এটাই প্রথম বড় তুষারপাত বলে স্থানীয়রা উল্লেখ করেছেন।

ভয়াবহ এই তুষারপাতের পূর্বাভাসের পরই বিভিন্ন নগরের মেয়ররা নানা দিক নির্দেশনা জারি করেন। জরুরি সেবা যাতে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেজন্য রাস্তা পরিষ্কার রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন নগরীর মেয়ররা।

তুষারপাতের সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস অধিকাংশ বাসিন্দাকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশি অঙ্গরাজ্যে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে গেছে। তুষারপাত চলাকালে তাপমাত্রা ছিল অনেক কম। তবে বাতাসের কারণে ঠাণ্ডা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। এই সময়ে বাতাসের গতিবেগ সর্বোচ্চ ঘণ্টায় ৫০ মাইল।—হিন্দুস্থান সমাচার /

চোর আটক উদয়পুরে

উদয়পুর, ৮ জানুয়ারি : উদয়পুর পূর্ত দপ্তরের অফিসে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন এক যুবক। আটক যুবকের নাম জাকির হোসেন। তার বাড়ি উদয়পুর রাজনগর বটতিলা এলাকায়। স্থানীয় লোকজন তাকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ধৃত যুবক জানিয়েছেন, অভাবের তাড়নায় চুরির পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু, ধরা পড়ে গেছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে একটি মামলা গ্রহণ করেছে।

কলসী বাজারে কালো দিবস পালন তিপ্রা মথার

শান্তিরবাজার, ৮ জানুয়ারি : ২০১৯ সালের ৮ জানুয়ারী মাধব বাড়ীতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে কেন্দ্র করে গুলিবিদ্ধ হতে হয়েছে তিপ্রা মথা দলের কর্মীদের। তাই এইদিনকে কালো দিবস হিসাবে চিহ্নিত করে তিপ্রা মথা শনিবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর ব্লকের অধীনে কলসী বাজারে এক রেলি ও বাজারসভা সংগঠিত করেছে। কালো ফিতা পরিধান করে এই কালো দিবস পালন করলো তিপ্রা মথার কর্মীসমর্থকরা। আজকের এই কালো দিবস উৎযাপনে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ীর তিপ্রা মথার ব্লক সভাপতি হর মজুমদার ত্রিপুরা, সহ সভাপতি নারায়ন রিয়াং, উদয়মানিক ত্রিপুরা, তিপ্রা মথার কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি গৌরব মগ চেঁধুরী, সংগঠনের সম্পাদক জিকে নোয়াতিয়া, দক্ষিন জেলার জোনালের জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা তিপ্রামথা দলের বিভিন্ন দিকগুলি জনসম্মুখে তুলে ধরেন। আজকের এই কালোদিবস উৎযাপন সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরেন দক্ষিন জেলার জোনালের জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং। তিপ্রা মথা কতৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে কর্মীসমর্থকদের উপস্থিতির হার ছিলো লক্ষনীয়।

দুর্ঘটনায় আহত অটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ই জানুয়ারি : বিলোনিয়া বড়পাথরী রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি অটো। তাতে আহত হন রতন সেন নামে এক অটো চালক। তার বাড়ি বড়পাথরী সোনাপুর এলাকায় বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থেকে বড়পাথরী রাস্তা হাতি পার্ক সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার রাত পৌন নয়টা নাগাদ বিলোনিয়ার দিক থেকে বড় পাথরী বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন অটো চালক রতন সেন। অটোতে কোনো যাত্রী ছিল না। হাতি পার্ক সংলগ্ন এলাকায় যেতে রাস্তার ডান পাশে থেকে বাম পাশে পার হচ্ছিল কয়েকজন পথচারী। হঠাৎ অটোচালক তাদের দেখতে পেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝখানে উল্টে যায়। অটো চালক রতন সেন পথচারীদের রাস্তার মাঝখানে দেখে তাদের বাঁচাতে গিয়ে ডান পাশ ধরে বাঁক নিতেই অটো গাড়িটি পাল্টি খেয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে রতন সেনের ডান পায়ের হাঁটুর নিচের অংশ ভেঙ্গে গেছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার পরেও পথচারীদের মধ্যে থেকে কেউ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। সকলে মোবাইলে ফটো ওঠানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। এমতাবস্থায় অনেকক্ষন ধরে তিনি রাস্তার উপর পড়ে রয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই রতন সেনের বাড়ির পাশের এক অটোচালক এবং বড়পাথরী বাজার থেকে ফিরছিল দুই যুবক, তারা তিনজন মিলে নিজের উদ্যোগে দুর্ঘটনাগ্রস্ত রতন সেনকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যান। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে যাওয়ার আগেই তারা বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে আহত রতন সেনকে।

হাসপাতালে নিয়ে আসার পর আহত রতন সেনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তার আঘাত গুরুতর দেখে স্থানান্তরিত করে দেয় উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে। কিন্তু উন্নত চিকিৎসার জন্য রোগীর পরিজনরা রতন সেনকে আগরতলার উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছে।

দিল্লিতে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল ২০ হাজার

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স) : গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী দিল্লিতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২০ হাজার ১৮১ জন। মারা গিয়েছেন সাতজন। শনিবার বিকালে এই খবর জানা গিয়েছে। পজিটিভিটি রেট এখন ১৯.৬০ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে কোভিড টেস্ট হয়েছে ১ লক্ষ ২ হাজার ৯৬৫ জনের। অতিমহামারী শুরু হওয়ার পরে এই নিয়ে দিল্লিতে পরীক্ষা হল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৪ জনের। প্রতি এক লক্ষ টেস্টের মধ্যে আরটি পিসিআর টেস্টের সংখ্যা ৭৯,৯৪৬ এবং অ্যান্টিজেন টেস্টের সংখ্যা ২৩ হাজার ১৯। দিল্লি সরকারের হিসাব অনুযায়ী, শহরে কোভিডের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতালগুলিতে ভর্তি আছেন ১৫৮৬ জন। তাঁদের মধ্যে ১৪৮০ জন নিশ্চিতভাবেই কোভিড আক্রান্ত। ১০৬ জনের কোভিড হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। দিল্লির হাসপাতালগুলিতে যে কোভিড রোগীরা ভর্তি আছেন, তাঁদের ১৩০৮ জন শহরের বাসিন্দা। ১৭২ জন এসেছেন অন্যান্য রাজ্য থেকে। রোগীদের মধ্যে ৩৭৫ জন অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন। ২৭ জন আছেন ভেন্টিলেটরে। আইসিইউতে আছেন ২৭৯ জন। সরকারের দাবি, কোভিড রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট বেডের ৮৮.৭৬ শতাংশ এখন খালি রয়েছে। কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে খালি পড়ে থাকা বেডের হার ৮৪.৮৫ শতাংশ।

সময়ের আগে কিভাবে কাজ শেষ করা যায় সে বিষয়ে আধিকারিকদের আরও বেশি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে টিসিএস আধিকারিকদের। পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের পাশাপাশি নিজেদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে যথার্থ ওয়াকিবহাল থাকা আবশ্যক। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন সদ্য নিযুক্ত ও পদোন্নতি প্রাপ্ত ২০২১ সালের ব্যাচের টিসিএস অফিসারদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুখ্য সচিব থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সচিব পর্যন্ত বিনা প্রতিবন্ধকতায় কার্য সম্পাদনে সবার আন্তরিকতা আবশ্যক। নিজ নিজ দায়িত্ব প্রতিপালনের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য দপ্তরের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সম্পর্কে আধিকারিকদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিজেদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনে যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গতানুগতিক কার্য সম্পাদনের পাশাপাশি প্রবাহমান ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। নথি নির্ভর কার্য সম্পাদনের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে বাস্তবিক পর্যবেক্ষন এবং কাজের বাস্তবিকতার সম্পর্কে যথার্থ নজর রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতিকরণে ও সফল বাস্তবায়নে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করার পাশাপাশি কি করে সময়ের আগে শেষ করা যায় সে বিষয়ে আধিকারিকদের আরও বেশি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করলে একদিকে যেমন সময় বাঁচানো সম্ভব অন্যদিকে দ্রুততার সঙ্গে পরিষেবা সম্প্রসারণে সহায়ক। সরকারের শীর্ষস্তর থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সমস্ত পরিষেবার সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব কুমার অলক বলেন, এই পেশার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে থাকা প্রতিভাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ রয়েছে, যা জীবিকার পাশাপাশি নিজেকে মেলে ধরার সহায়ক। অবসর সময়ে পুস্তক পাঠ সহ অন্যান্যভাবে নিজেদের আরও বেশি জ্ঞান সমৃদ্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অসীম সাহা, সভাপতি ডি কে চাকমা প্রমুখ।

কাজাখস্তানে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন নিরাপত্তা প্রধান

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার কাজাখস্তানের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন প্রধান করিম মাসিমভ। আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, শনিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি বা কেএনবি। বিবৃতিতে বলা হয়, চলমান হিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন প্রধান করিম মাসিমভের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় বৃহস্পতিবার। এর মধ্যেই শনিবার তাকে রাষ্ট্রদোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

করিম মাসিমভ কাজাখস্তানের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট নুরসুলতান নাজারবায়েভের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা কয়েক দিনের সহিংসতার পর শুক্রবার কাজাখস্তানের প্রধান শহর আলমাতির রাস্তাগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। দেশটির রুশ সমর্থিত প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট তোকায়েভ বলেছেন, তিনি দেশব্যাপী বিদ্রোহ দমন করতে 'হত্যার জন্য গুলি করার' নির্দেশ দিয়েছেন সৈন্যদের। উল্লেখ্য, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দিন দুই ধরে বিক্ষোভে উত্তপ্ত মধ্য এশিয়ার দেশ কাজাখস্তান। তেল উৎপাদনকারী দেশে আচমকা তেলেরই দাম মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় শুরু হয়েছে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ। তার আ